এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

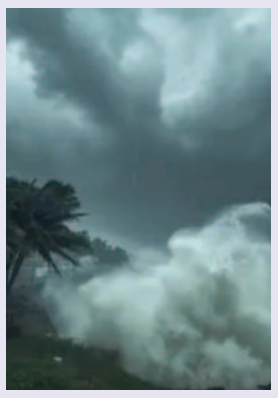
৩ অভিষেককে ফৌজদারি আদালত অবমাননার নোটিস হাইকোর্টের
মার্চ মাসের মধ্যেই প্রতিটি পুরসভায় শূন্যপদ পূরণ করা হবে: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ১৮ নভেম্বর ২০২৬ ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ১৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.11.2026, Vol. 20 Issue No. 156, 8 Pages, Price 3.00

চোখ রাঙাচ্ছে ‘অশুভ শক্তি’, প্রভাব শুরু দক্ষিণ ভারতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ দিনের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় ঘূর্ণিঝড় ‘অ্যাকভান’। সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকেই পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারতের কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

এদিকে, শীতের পথে এবার রীতিমতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘূর্ণিঝড় আকভান, যার অর্থ ‘অশুভ শক্তি’। ইরানের দেওয়া এই নামের মতোই বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে এই ঘূর্ণিঝড়। এর প্রভাবে ঠান্ডার পথ রুদ্ধ হয়ে এখন প্রবল বৃষ্টির ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে। আগামী শুক্রবার দুপুর নাগাদ অন্ধ্র উপকূলে ল্যান্ডফল হতে পারে এই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের। নেলোর ও টুনির মাঝে আছড়ে পড়ার সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর পাশাপাশি পুরীতেও অতি ভারী বৃষ্টির কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে।



অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার পর এই ঘূর্ণিঝড় অতীতের ‘অর্ণব’-এর মতোই বাঁক নিতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এদিকে বুধবার সকাল থেকেই আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি শুরু হতে পারে বৃহস্পতিবার থেকে। চলবে শনিবার পর্যন্ত। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যাংশ এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ‘অ্যাকভান’ শেষ ৬ ঘণ্টার প্রতি ঘণ্টায় ৩ কিলোমিটার বেগে অগ্রসর হচ্ছে। মঙ্গলবার ধীরে ধীরে এটি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে।

আবহবিদেরা জানাচ্ছেন, এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও ঘনীভূত হবে। তার পর বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর সকালের দিকে ‘অতি প্রবল’ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

২৯ ডিসেম্বর ব্রিগেডে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ

সনাতনের রক্ষায় যুবসমাজকে ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক বার্তার কেন্দ্রে রেখে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হনুমান চালিসা পাঠের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে সনাতন ধর্মের বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, যারা সনাতন ধর্মকে আক্রমণ করে, রামমন্দিরের বিরোধিতা করে কিংবা গীতা পাঠ ও হনুমান চালিসা পাঠের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে যুবসমাজকে মুখ খুলতে হবে। শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়, প্রয়োজনে রাজপথ, নিজেদের বাড়ি এবং মন্দির থেকেও প্রতিবাদ জানাতে হবে। অর্থাৎ ধর্মীয় কর্মসূচির মঞ্চ থেকেই রাজনৈতিক বিরোধিতার সুরও চড়ান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সীতা মাইয়া, গো-মাতা, গঙ্গা, কালী, দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী মাতার জয়ধ্বনি দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন শুভেন্দু। রামভদ্রাচার্য মহারাজের আশীর্বাদ পাওয়ার কথা উল্লেখ করে রামচন্দ্র দাসজির আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠানে আসার কথাও জানান তিনি। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়, উমেশ রায়, ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিত-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয় রাজ্যের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর মন্তব্যে। ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং পরবর্তী ১৫ বছরের শাসনকালকে নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, এই সময়কালে সনাতন ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ধর্মাচরণের বিরোধিতা করা হয়েছে। জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী কিংবা হরে কৃষ্ণ ধ্বনি নিয়েও আপত্তি তোলা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। রামমন্দিরের প্রসঙ্গ টেনে ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি পার্ক সার্কাসে মিছিল এবং মহাকুম্ভ নিয়ে বিধানসভায় ‘মৃত্যুকুম্ভ’ মন্তব্যের কথাও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ধর্মীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক আবেগকে সামনে রেখেই পূর্বতন রাজনৈতিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে চাইছে বর্তমান সরকার।

যুবসমাজকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত গড়ার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সরকার তাঁদের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করবে। একই সঙ্গে বলেন, এটি তাঁর সরকার নয়, মানুষের সরকার। এদিন একাধিক ধর্মীয় কর্মসূচির ঘোষণাও করেন শুভেন্দু। আগামী ১৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে আসবেন জগদগুরু রামভদ্রাচার্য। তাঁকে রাজ্য সরকারের তরফে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি হেলিকপ্টারে তাঁকে গঙ্গাসাগরে নিয়ে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি ২০২৭ সালের ১৬ থেকে ২৪ জানুয়ারি কলকাতায় রামানন্দ মিশনের উদ্যোগে ১০০৮ কুণ্ডের সনাতন মহাসভার আয়োজনের কথা এই মঞ্চেই জানান তিনি।



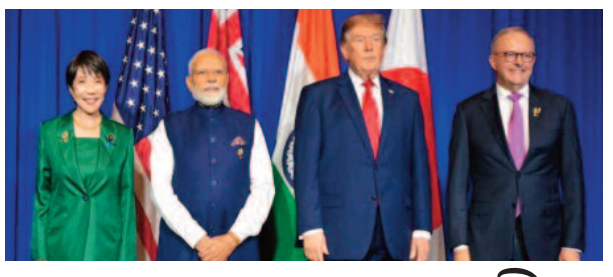
মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোরে রামানন্দ মিশন আয়োজিত পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠের অনুষ্ঠানের পর রামের মূর্তি হাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

ভারতমাতার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র বরদাস্ত নয় শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থেকে আইনশৃঙ্খলা, সীমান্ত সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ভারতমাতার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র বা অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর দাবি, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সরকারের প্রথম কর্তব্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁদের সরকার রাষ্ট্রবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। তাই দেশের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘ভারতমাতা যাতে সুরক্ষিত থাকেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে কোনও ষড়যন্ত্রের জন্য ব্যবহার করা না যায়, সেটাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব।’ পাশাপাশি নারীসুরক্ষা, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক জাগরণকেও সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় তুলে ধরেন তিনি।

ভাষণে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, অতীতে রাজ্যে একাধিক অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ এবং বেলডাঙার প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন ধর্ম পালন করতে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে এবং কেন জাতীয় সড়ক অবরোধ বা দূরপাল্লার ট্রেনে পাথর ছোড়ার মতো ঘটনা ঘটবে। সীমান্ত সুরক্ষার প্রসঙ্গেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা কী ভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তা সকলের জানা। সেই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা ও সীমান্ত রক্ষায় তাঁর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।



কোয়াড মঞ্চে মোদীর ভারসাম্যের কূটনীতি

ম্যানিলা, ১৭ নভেম্বর: কোয়াডের সদস্য দেশগুলির অন্যতম আমেরিকা। সেই মার্কিন মুলুকে মধ্যবর্তী নির্বাচনে হেরেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যদিকে, গত সেপ্টেম্বরে ব্রিকস সম্মেলনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে পার্শ্বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যা ছিল আমেরিকার প্রতি ইঙ্গিতবাহী বার্তা। এই অবস্থায় কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে নিজের ভাষণে মধ্যবর্তী ভারসাম্যের পথে হাঁটলেন মোদী। এদিন তিনি ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বাসযোগ্য সমাধানের প্রস্তাব দেন। সেই কাজে কোয়াডের চার দেশ; অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে পারস্পারিক আস্থার সম্পর্কে জোর দেন।

মোদীর ভাষায় ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ‘গঠনমূলক ও বিশ্বস্ত অংশীদারিত্ব’ জরুরি। তিনি সামুদ্রিক নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খল, নতুন প্রযুক্তি এবং দুর্যোগ মোকাবিলাকে এই চার সদস্য দেশের মধ্যে সহযোগিতার মূল ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। মোদী বলেন, ‘ভারত কোয়াডকে একটি গঠনমূলক ও বিশ্বস্ত অংশীদারিত্ব হিসেবে দেখে। সামুদ্রিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে নির্ভরযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, নতুন নতুন প্রযুক্তি থেকে দুর্যোগ মোকাবিলা পর্যন্ত, আমাদের প্রচেষ্টা হল কোয়াড যেন সমগ্র ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য বিশ্বস্ত সমাধান প্রদান করে।’

মোদীর ভূয়সী প্রশংসা ট্রাম্পের

ম্যানিলা, ১৭ নভেম্বর: সম্প্রতি আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। এরপর শুল্কবৃদ্ধি থেকে শুরু করে ইরান যুদ্ধ, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে ধীরে হলেও বদল আসছে ওয়াশিংটনের বিদেশনীতির। এই অবস্থায় মঙ্গলবার ম্যানিলায় কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশে দাঁড়ানো মোদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘উনি একজন দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তি’।

৩৪ বছর পর ফের মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার জেলা আদালতের দেওয়া ফাঁসির নির্দেশে সিলমোহর দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের নেতৃত্বের ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলায় আদালতের পর্যবেক্ষণ, শিশুটির উপর যে ভয়াবহ অত্যাচার চালানো হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের জন্য সর্বোচ্চ সাজাই প্রাপ্য। প্রায় ৩৪ বছর পর ফের কোনও মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতের রায়কে মান্যতা দেওয়ার পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবারের আর্থিক ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১৫ লক্ষ টাকা করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এর আগে ১৯৯২ সালে হেতাল পারেখ হত্যা মামলায় ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছিল উচ্চ আদালত। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালে, গুড়াপে ঘটে এই নৃশংস ঘটনা। পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া শেষে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় হুগলির জেলা আদালত। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় অভিযুক্ত। এরপর দীর্ঘ শুনানি এবং মামলার নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তই এদিন বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলায় রাজ্য সরকারের বিশেষ সরকারি আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় জানান, অভিযুক্তের বাড়ির কাঠ রাখার ঘর থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তাঁর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণের পাশাপাশি শিশুটিকে দেওয়ালে বারবার আঘাত করে খুন করার প্রমাণ উঠে আসে।

বুড়িমার চরণ ছুঁয়ে স্বপ্নপূরণেরই বার্তা

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

২৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সাথে উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগরের কাঠাল পোতা বারোয়ারীর ছোট মা’য়ের মূর্তিও। বউবাজার বারোয়ারীর মা মহেশ্বরী এবং পাত্র বাজার বারোয়ারীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের সুযোগ পাওয়াকে নিজের জীবনের এক ‘পরম প্রাপ্তি’ বলে উল্লেখ করেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘পরম প্রাপ্তি ২৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই পুজোতে আমরা আজকে উদ্বোধনের দিনে প্রদীপ জ্বালানোর সুযোগ করে দিয়েছে কর্মকর্তারা। এর থেকে আর বড় প্রাপ্তি হতে পারে না।’

তিনি আরও জানান, হাজার হাজার ভক্ত লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং মায়ের কাছে তাদের মানত পূরণ হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম চাষাপাড়া বুড়িমার অষ্টধাতুর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী ঐতিহ্যবাহী এই পরম্পরা ‘চরৈবেতি’ মন্ত্রে এগিয়ে চলুক; এই কামনাই করলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মায়ের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে তিনি বলেন, ‘রূপং দেহি জয়ং দেহি সর্বশত্রুবিনাশিনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষে জহি। মা যেন আমাদের শক্তি দেন সমস্ত রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে আমরা যাতে খতম করতে পারি এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে স্বপ্ন আমাদের নিয়ে দেখেছেন সেই স্বপ্ন যেন পূরণ করতে পারি।’

শেষ হয়েও হইল না শেষ ...

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের মঞ্চে দীর্ঘদিনের বর্ণময় অধ্যায়ের ইতি টানলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বড় খবর, আইপিএল থেকে অবসর নিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাক্তন অধিনায়ক। তবে ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করছেন না মাহি। এবার থেকে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। চেন্নাই সুপার কিংসের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। অর্থাৎ, মাঠে আর ক্রিকেটার হিসেবে দেখা না গেলেও দলের পরামর্শদাতা হিসেবে চেন্নাইয়ের সঙ্গেই থাকছেন তিনি।

আইপিএলের প্রথম মরশুম থেকেই চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে যুক্ত ধোনি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী সংস্করণে তাঁকে দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করেছিল চেন্নাই। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর অধিনায়কত্বে একাধিকবার

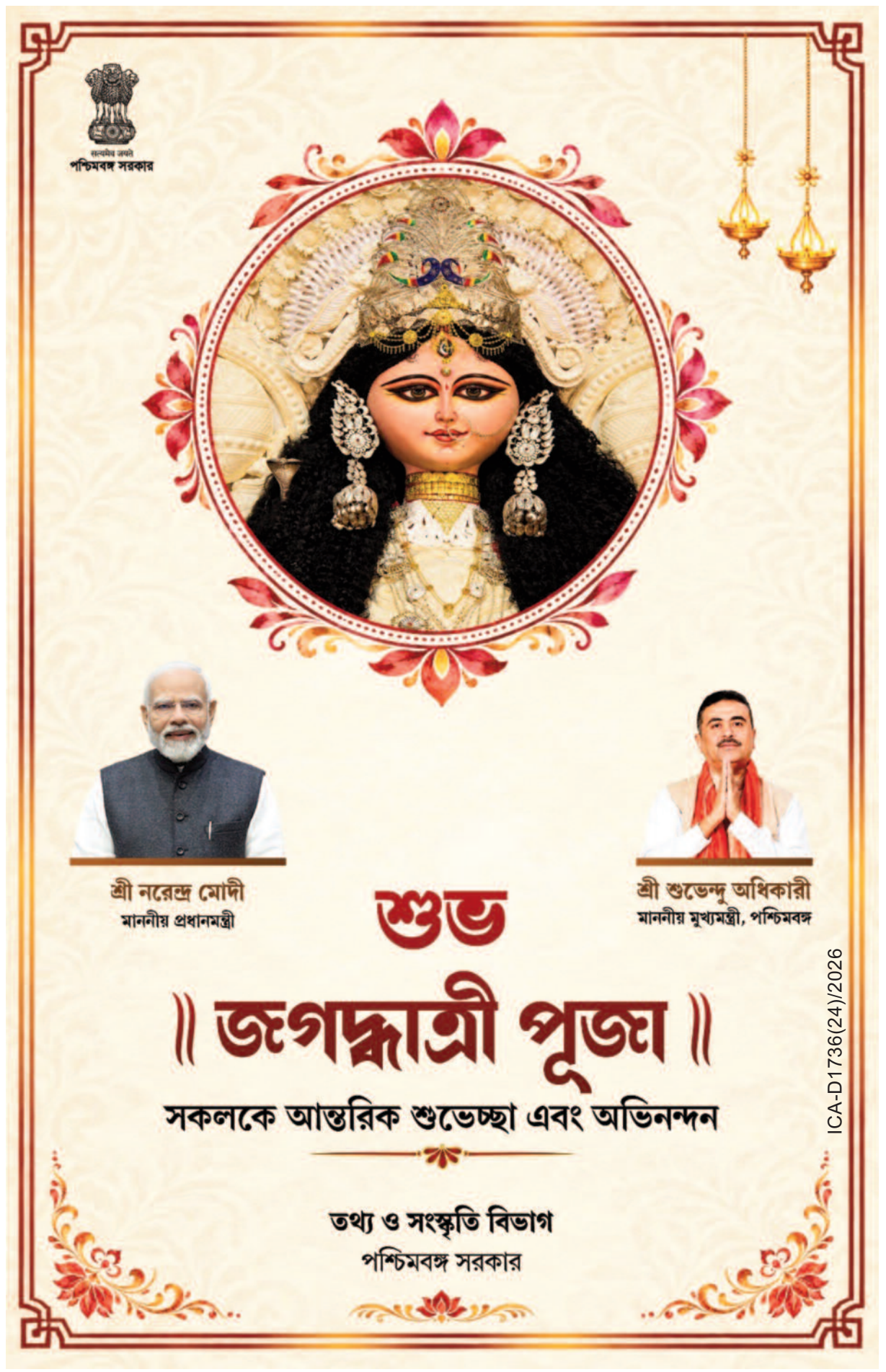


আইপিএলের শিরোপা জিতেছে চেন্নাই। শুধু তাই নয়, দলের সঙ্গে ধোনির সম্পর্ক কার্যত আবেগের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে সমর্থকদের কাছে। চেন্নাইয়ের হলুদ জার্সিতে তাঁর উপস্থিতি বরাবরই বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করেছে।

২০২৫ সালের আইপিএলের মেগা নিলামের আগে ধোনিকে আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসাবে ধরে রেখেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। তাঁর জন্য খরচ হয়েছিল ৪ কোটি টাকা। সেই সময় থেকেই তাঁর আইপিএলে ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। বয়স এবং চোটের সমস্যার কারণে মাঠে তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তবে প্রতিবারই নিজের উপস্থিতি দিয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা বাড়িয়েছেন মাহি।

এবার আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে সেই জল্পনার অবসান ঘটল। যদিও মেন্টর হিসেবে চেন্নাইয়ের সঙ্গে তাঁর যুক্ত থাকার খবর সমর্থকদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। দলের তরুণ ক্রিকেটারদের পরামর্শ দেওয়া থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া, নতুন দায়িত্বে ধোনির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ক্রিকেটার ধোনির অধ্যায় শেষ হলেও চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে শেষ হচ্ছে না, তা স্পষ্ট। এবার নতুন ভূমিকায় মাহির অভিজ্ঞতা কতটা সাফল্য এনে দেয়, সেদিকেই তাকিয়ে আইপিএলপ্রেমীরা।



শৃঙ্খলাভঙ্গ ও ডিউটিতে অনুপস্থিতির অভিযোগ
মেডিক্যাল কলেজের আটজন ইন্টার্নকে শো-কজ কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে এবার কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। গত দুর্গাপুজোয় চোরবাগানের মণ্ডপে দুর্ঘটনার পর জরুরি বিভাগের সামনে যে অবাঞ্ছিত বিভ্রান্তি তৈরি এবং কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল, সেই বিষয়ে আট জন ইন্টার্ন চিকিৎসককে শোকজ করল কলেজ কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নোটিস পাঠিয়ে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের কাছ থেকে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হল। কলেজ প্রশাসন সূত্রে খবর, গত ১৭ অক্টোবর চোরবাগানের পুজো মণ্ডপে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় আহতদের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হলে কর্তৃপক্ষ দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তবে সেই সঙ্কটজনক সময়ে সংশ্লিষ্ট আট ইন্টার্ন নিজেদের নির্ধারিত ডিউটিতে অনুপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি, নিজেদের ডিউটির দায়িত্বে থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভেঙে তারা সংবাদমাধ্যমের সামনে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেন। এরফলে জরুরি বিভাগের সামনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং চিকিৎসা পরিষেবা দিতেও সমস্যা তৈরি হয়। এই



ঘটনায় রাজ্য সরকার ও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। এদিনের শোকজ নোটিসে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের (এনএমসি) ২০২১ সালের ইন্টার্নশিপ সংক্রান্ত বিধির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, হাসপাতালের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ইন্টার্নদের বিরুদ্ধে কেন নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে না, তা তাদের থেকে লিখিত আকারে জানতে চাওয়া হয়েছে। এইক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণিত হলে বিধিসম্মতভাবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের ইন্টার্নশিপ সাময়িক স্থগিত বা বাতিল করার মতো সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে বলেই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।



পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

সতর্কতা সচেতনতা প্রচারে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কলকাতা সার্কেল কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সততা, স্বচ্ছতা এবং নৈতিক অনুশীলন সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি ওয়াকাথনের আয়োজন করে। ওয়াকাথনটি সকাল ৮টায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার স্থানীয় প্রধান কার্যালয়, সমৃদ্ধি ভবন থেকে শুরু হয় এবং কলকাতা হাইকোর্ট, ডিরেক্টর অফ অর্ডিন্যান্স, ইডেন গার্ডেনস এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মতো এলাকাগুলি অতিক্রম করে আকাশবাণী ভবনের দিকে এগোয়। এখানে ব্যাঙ্কের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এবং কর্মচারী-সহ ১৫০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণ করে। ওয়াকাথনটির উদ্বোধন করেন এসবিআই কলকাতা সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার আর নটরাজন। তিনি সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপর একটি গ্রাফিক বুকলেটও উন্মোচন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজেশ কুমার, জেনারেল ম্যানেজার (নেটওয়ার্ক ১), নবীন কুমার গুপ্ত, জেনারেল ম্যানেজার (নেটওয়ার্ক ২), শ্রী টিকাম সিং গেহলট, জেনারেল ম্যানেজার (নেটওয়ার্ক ৩), বিক্রম ত্রিপাঠি, জেনারেল ম্যানেজার এসিভিও (পূর্ব), উত্তম ভার্মা, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ভিজিল্যান্স) এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অন্যান্য ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার।



হাসপাতালের সামনে পার্কিং সমস্যা মেটাতে পার্কোম্যাটের ভাবনা, কলকাতা পুরসভাকে পরামর্শ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পার্কিং সমস্যায় জেরবার অবস্থা শহরবাসীর। এর মধ্যেই এই সমস্যা মেটাতে এবার মুম্বইয়ের মডেল অনুসরণের পরামর্শ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর রোডে একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা উঠে আসে আদালতে। সেই মামলার শুনানিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও কলকাতা পুরনিগমকে পার্কোম্যাট তৈরির কথা ভাবতে বললেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে। তাঁর মতে, মুম্বইয়ের মতো শহরে এই ব্যবস্থা চালু করে পার্কিং সমস্যার মোকাবিলা করা হয়। একইভাবে কলকাতাতেও সেই পথ অনুসরণ করা যেতে পারে।

হাসপাতালের সামনে গাড়ি রাখার কারণে আশপাশের আবাসনের বাসিন্দারা তাঁদের অসুবিধার অভিযোগ তোলেন। এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা পুরনিগমকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি নিজের শহর মুম্বইয়ের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মুম্বই শহরেও এই পার্কিং সমস্যা রয়েছে। এর সমাধানে পুরনিগম পার্কোম্যাট তৈরি করেছে। দক্ষিণ কলকাতার ওই হাসপাতালের পার্কিং সমস্যায় সেরকম কিছু ভাবতে পারে কলকাতা পুরনিগম, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এইক্ষেত্রে শুধু বাইরের গাড়ি নয়, হাসপাতালের নিজস্ব পার্কিং ব্যবস্থার বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে চাইছে আদালত। সেখানে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের গাড়ি রাখার জন্য কী ব্যবস্থা আছে, তার সব তথ্য জানিয়ে হলফনামার আকারে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। আগামী ১৮ জানুয়ারি মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়। এদিন এই মামলায় আদালতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি বলেন, কলকাতা শহরের পার্কিং সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন। বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় এই সমস্যা লক্ষণীয়। তাঁর বক্তব্য, মোটর ভেহিকল আইন অনুযায়ী গাড়ির মালিকের উপযুক্ত গ্যারেজের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থা না করে রাস্তার উপর গাড়ি রেখে দেওয়া নিয়মসম্মত নয়। এটাই বাস, লরি-সহ সব ধরনের যানবাহনের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। এই বিষয়ে আদালতকে কল্যাণ প্রস্তাব দিয়ে বলেন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট পার্কিং জোন তৈরি করে বহুতল পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখানে দোতলা, তিনতলা এমনকী পাঁচতলা পর্যন্ত গাড়ি রাখার পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। এতে রাস্তার উপর গাড়ির চাপ কমবে, যানজটও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে। যদিও এই মামলায় রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্যও আদালতে স্বীকার করেন, কলকাতায় পার্কিং করার সমস্যা আছে। এই সমস্যা মেটানোর জন্য কলকাতা পুরনিগম পরিকল্পনা তৈরির কথা ভাবছে।

বিমা ছাড়া টোল প্লাজা পার হলেই ই-চালান, কড়া নজরদারিতে পরিবহণ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাড়ির বিমা ছাড়া আর টোল প্লাজা পার হওয়া যাবে না। এবার থেকে টোল প্লাজা অতিক্রম করার সময় কোনও গাড়ির বৈধ বিমা না থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-চালান পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। মোটরবাইক থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত গাড়ি, বাস, ট্রাক ও ডাম্পার; সব ধরনের যানবাহনের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর হবে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, প্রথমবার বিমাবিহীন গাড়ি ধরা পড়লে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। একই অপরাধ পুনরাবৃত্তি হলে জরিমানার অঙ্ক দ্বিগুণ হবে। প্রয়োজনে চারচাকা গাড়ির ফাস্ট্যাগ অ্যাকাউন্ট থেকেও জরিমানার টাকা কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরিমানা না মেটালে আইনি নোটিস পাঠানো হবে।

দপ্তরের এক আধিকারিকের দাবি, বিমা থাকলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে গাড়ির মালিকই আর্থিক সুরক্ষা পান। বিমার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মোবাইলে বার্তা পাঠানো হলেও বহু গাড়ির মালিক তা নবীকরণ করেন না। সেই প্রবণতায় লাগাম টানতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা জোরদারেও উদ্যোগী হয়েছে পরিবহণ দপ্তর। অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো রুখতে বিভিন্ন জায়গায় গতিনিয়ন্ত্রণ বোর্ড বসানো হয়েছে এবং সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নির্ধারিত গতিসীমা লঙ্ঘন করলেও ই-চালানের মাধ্যমে জরিমানা করা হচ্ছে।

কলকাতায় বেআইনি কল সেন্টারের হদিশ, গ্রেপ্তার ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমেরিকার গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ চালানোর অভিযোগে কলকাতায় দু'টি বেআইনি কল সেন্টারের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালাল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সাইবার শাখা। সোমবারে বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার দু'টি জায়গায় রাতভর তল্লাশি চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছেন তদন্তকারীরা। এই বিশেষ অভিযানে উদ্ধার করা হয় চারটি ল্যাপটপ, ১৬টি মোবাইল ফোন, একাধিক এটিএম কার্ড এবং নগদ ৭ লক্ষ টাকা। এই কল সেন্টারগুলির মাধ্যমে ঠিক কী ধরনের কাজ চলত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে এই বিশেষ অভিযান শুরু করেন গোয়েন্দারা। মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত চলে এই তল্লাশি। এই বিষয়ে পুলিশের নির্দিষ্ট অভিযোগ, বেনিয়াপুকুরের ওই দু'টি জায়গায় অনুমতি ছাড়াই কল সেন্টার চালানো হচ্ছিল। মূলত, আমেরিকার গ্রাহকদের লক্ষ্য করেই কাজ চলত সেখানে।

স্কুলের চারতলা থেকে ঝাঁপ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: স্কুল চলাকালীন অবস্থাতেই স্কুলের মধ্যেই মঙ্গলবার ঘটে গেল ভয়াবহ ঘটনা। এদিন স্কুলের চারতলার বারান্দা থেকে নীচে পড়ে গুরুতর জখম হল অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়া। মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে দমদমের যশোর রোড সংলগ্ন একটি স্কুলে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রের খবর, আহত ওই ছাত্রের নাম তানিস দাস। এরপর তাকে উদ্ধার করে নাগেরবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও হাসপাতাল সূত্রে খবর, তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক অবস্থাতেই রয়েছে। এদিন চতুর্থ পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর আচমকাই চারতলার বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যায় তানিস। তার পড়ে যাওয়ার বিষয়টি অন্য পড়ুয়াদের নজরে আসতেই তারা স্কুল কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়। এরপর তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। তবে এই ঘটনায়



চারতলার বারান্দা থেকে পড়ে তানিসের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে বলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর। তার মস্তিষ্কেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

এই ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলে এসে পৌঁছয় দমদম থানার পুলিশ। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পড়ুয়াটি কোনও মানসিক চাপে ছিল কি না, স্কুলে বা বাড়িতে কোনও সমস্যা চলছিল কি না, তা-ও জানার চেষ্টা করছেন আধিকারিকরা।

দিল্লিতে নীতিন গডকড়ির দরবারে চার বিধায়ক
জোকা-ডায়মন্ড হারবার রোড চার লেন করায় সবুজ সংকেত ও ডিপিআর তৈরির নির্দেশ

দেবাশিস দে ● আমতলা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে এবং নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের যানজট ও ভোগান্তি দূর করতে এবার সরাসরি দিল্লির দরবারে কড়া নাড়লেন জেলার চার বিধায়ক। জোকা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কপথটিকে দুই লেন থেকে বাড়িয়ে চার লেন করার দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন চার বিধায়কের একটি প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা, সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর এবং বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর শিকদার সহ আরও এক বিধায়ক। দিল্লিতে মন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব ও স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বক্তব্য ও এলাকার মানুষের সমস্যার কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শোনার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে গ্রহণ করেন এবং অবিলম্বে এই প্রকল্পের ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

বিশেষত, এই রাস্তায় দিন দিন গাড়ির চাপ যেভাবে বাড়ছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই অবিলম্বে রাস্তাটি চওড়া করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বিশ্বখ্যাত গঙ্গাসাগর মেলায় পৌঁছনোর জন্য এই রাস্তাটিই হল প্রধান পথ। যেহেতু গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের একটি মেলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাই সেখানে যাতায়াতের পথ আরও সুগম ও মসৃণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন এলাকার বাসিন্দারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিধায়কদের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

দিল্লিতে মন্ত্রীর সঙ্গে সফল বৈঠকের পর



বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর শিকদার জানান, জোকা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত রাস্তাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার লাইফলাইন। গাড়ির চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষ, রোগী ও নিত্যযাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছিল। আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করির কাছে জেলার মানুষের এই প্রাণের দাবি তুলে ধরেছি। উনি অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন এবং আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে দ্রুত ডিপিআর তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

অন্যদিকে, ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বার্তা দিয়ে বলেন, মানুষের স্বার্থে ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই আমরা দিল্লিতে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলাম। গঙ্গাসাগর মেলার মতো আন্তর্জাতিক মানের মেলায় যাতায়াতের পথ সুগম করতে এবং এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে এই রাস্তা চার লেন হওয়া জরুরি। মন্ত্রী যেভাবে তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ডিপিআর তৈরির নির্দেশ দিলেন, তার জন্য আমরা ও এলাকার মানুষ ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। দ্রুত কাজ শুরু হলে এলাকার আর্থ-সামাজিক চেহারাই বদলে যাবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কপথের সম্প্রসারণ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই দ্রুত পদক্ষেপ আগামী দিনে এলাকার রাজনীতিতেও বিশেষ প্রভাব ফেলবে। এখন দেখার, ডিপিআর তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে কবে নাগাদ মূল রাস্তার কাজ শুরু হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME
I, Rekha Debi Jain, w/o Sanjay Barjatya r/o Shree Vihar Building, Block - A, 3rd Floor, 11, Hardutt Rai Chamaria Road, opp Hanuman Mandir, Howrah - 711101, West Bengal, declares that I have changed my name and shall henceforth be known as Rekha Debi Jain instead of Rekha Jain as declared before Executive Magistrate 1st Sadar Howrah Court vide affidavit no. 36613/26 Dated 13.11.2026. Rekha Debi Jain and Rekha Jain both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি রমেশ পাইন, পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র পাইন, ১৫, মতিলাল মল্লিক লেন, বরানগর, পোস্ট অফিস : আলমবাজার, পিন - ৭০০০৩৫-এর বাসিন্দা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম রমেশ পাইন থেকে পরিবর্তন করে রমেশ চন্দ্র পাইন রেখেছি এবং অতঃপর সমস্ত উদ্দেশ্যে আমি রমেশ চন্দ্র পাইন নামে পরিচিত হব, যা কলকাতার নোটারি পাবলিকের নিকট গত ১৬.১১.২০২৬ তারিখে শপথ করা এফিডেভিট নং ১৮ দ্বারা স্বীকৃত। রমেশ চন্দ্র পাইন এবং রমেশ পাইন উভয়েই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন
গত 17/11/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে 5563 নং এফিডেভিট বলে আমি Amjad Hosen S/o. Amir Hossain (old name), R/o. Mulgram, Babnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Amjad Hosen S/o. Amir Hossain নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Amzad Hossain S/o. Sekh Amir Hossain (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Amzad Hossain S/o. Sekh Amir Hossain (now deceased) & Amjad Hosen S/o. Amir Hossain (now deceased), সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/11/2026, S.D.E.M., হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 264 নং এফিডেভিড বলে আমি, Latifa Khatun, W/o. Sk. Amir Ali, R/o. Rathsarak, Guptipara, Balagarh, Hooghly-712512, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার পাসপোর্টে কন্যার সঠিক নাম Amrin Amir Ali Sekh-এর পরিবর্তে Ali Amrin Amir এবং কন্যার ভিসা (VISA)-তে কন্যার সঠিক নাম Amrin Amir Ali Sekh-এর পরিবর্তে Amrin Amir Ali লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার সঠিক নাম Amrin Amir Ali Sekh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার কন্যা Amrin Amir Ali Sekh, Ali Amrin Amir ও Amrin Amir Ali S/o. Sk. Amir Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 07/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26321 নং এফিডেভিড বলে আমি, Bikash Saha, S/o. Pareshnath Saha, R/o. 34, B.B.D. Colony, Tribeni, Magra, Hooghly-712503, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার আইডেন্টিটি কার্ডে (Being No. CQD XXX3452) আমার সঠিক নাম Bikash Saha-এর পরিবর্তে Bibhas Saha লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Bikash Saha লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Bikash Saha ও Bibhas Saha, S/o. Pareshnath Saha, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/11/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 46 নং এফিডেভিট বলে আমি Asish Kumar Bhattacharjee ও A K Bhattacharjee, S/o. Sambhunath Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইং ২০২৪ সালে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক ১ নং ৪২৫০ নং, ৪২৪৮ নং ও ২০২৫ সালে বর্ধমান ডি. এস. আর-১ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক ১ নং ১১৫৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে মোল্লা নাজিরউদ্দিন পূর্ব বর্ধমান জেলা,মঙ্গলকোট থানা অন্তর্গত মৌজা নূতনহাট, জেল নং ৫৯, এল. আর. খতিয়ান নং ১৮২, ৪৭২ নং দাগে মোল্লা রফিকুল আলম ও মোল্লা জাহিদুল আলমকে ৫০.৬৬ শতক ও ৬৪ নং জে. এল. ভুক্ত মঙ্গলকোট মৌজার খতিয়ান নং ২২৬৯, ৭৫৪৫ নং দাগে ১৮ শতক ও ৭৫৪৬ নং দাগে ২৮ শতক সম্পত্তি, ১৩/০৭/২০১৬ তারিখে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে ৫৯৭৫ নং কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উপরোক্ত আমমোক্তার বলে মোল্লা নাজির উদ্দিন ৬৪ নং জে. এল. ভুক্ত মঙ্গলকোট মৌজার খতিয়ান নং ২২৬৯, ৭৫৭৭ নং দাগে ২৩ শতক সম্পত্তি গত ইং ০৫.০৫.২০২৫ তারিখে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর- অফিসে ১৮৬১ নং কোবালা দলিল মূলে আবুসিদ্দিক সেখ ও শুকরুনা বিবিকে বিক্রয় করিয়াছেন। উপরোক্ত আমমোক্তার বলে মোল্লা নাজির উদ্দিন ৬৪ নং জে. এল. ভুক্ত মঙ্গলকোট মৌজার খতিয়ান নং ২২৬৯, ৭৬১১ নং দাগে ১৯ শতক সম্পত্তি গত ইং ০৫/০৫/২০২৫ তারিখে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে ১৮৬২ নং কোবালা দলিল মূলে ইলিয়াস মোল্লাকে বিক্রয় করিয়াছেন। উপরোক্ত আমমোক্তার বলে মোল্লা নাজির উদ্দিন ৬৪ নং জে. এল. ভুক্ত মঙ্গলকোট মৌজার খতিয়ান নং ২২৬৯, ৬১২৪ নং দাগে ৩৮ শতক সম্পত্তি গত ইং ২৮/০১/২০২৬ তারিখে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে ২৯৬ নং কোবালা দলিল মূলে মোল্লা আলি হোসেনকে বিক্রয় করিয়াছেন। মোল্লা রফিকুল আলম ও মোল্লা জাহিদুল আলম, আবুসিদ্দিক সেখ ও শুকরুনা বিবি, ইলিয়াস মোল্লা ও মোল্লা আলি হোসেন নিজ নিজ নাম নথিভুক্ত করনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই নথিভুক্ত সংক্রান্ত বা আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কাহারও কোন রকম আপত্তি থাকিলে, ইহা প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের কৈচর বি. এল. এ্যাণ্ড এল. আর. ও দপ্তরে জানাইতে হইবে, নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে বা তাহার পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
অনুপম সরকার
এ্যাডভোকেট, ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট বর্ধমান।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইং ২০২৪ সালে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক ১ নং ৪২৫০ নং, ৪২৪৮ নং ও ২০২৫ সালে বর্ধমান ডি. এস. আর-১ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বুক ১ নং ১১৫৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে মোল্লা নাজিরউদ্দিন পূর্ব বর্ধমান জেলা,মঙ্গলকোট থানা অন্তর্গত মৌজা হালিমপুর, জেল নং ৬১, এল. আর. খতিয়ান নং ৩৩৪, ৪৬২ নং দাগে চাঁদকুমার ঘোষকে ৩১ শতক ও অঞ্জলী ঘোষকে ১৬ শতক, ০৯/০৬/২০২৫ তারিখে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে ২৩১৫ নং কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উপরোক্ত আমমোক্তার বলে মোল্লা নাজির উদ্দিন ৬১ নং জে. এল. ভুক্ত হালিমপুর মৌজার খতিয়ান নং ৩৩৪, ৪৬২ নং দাগে ২৮ শতক সম্পত্তি গত ইং ০৯/০৬/২০২৫ তারিখে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে ২৩১৪ নং কোবালা দলিল মূলে কার্ত্তিক ঘোষকে বিক্রয় করিয়াছেন। উপরোক্ত আমমোক্তার বলে মোল্লা নাজির উদ্দিন ৬১ নং জে. এল. ভুক্ত হালিমপুর মৌজার খতিয়ান নং ৩৩৪, ৯৬৬ নং দাগে ৪০ শতক সম্পত্তি গত ইং ১৭/০২/২০২৫ তারিখে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে ৭৪৫ নং কোবালা দলিল মূলে মেহেক সুলতানাকে বিক্রয় করিয়াছেন।
উপরোক্ত আমমোক্তার বলে মোল্লা নাজির উদ্দিন ৬১ নং জে. এল. ভুক্ত হালিমপুর মৌজার খতিয়ান নং ৩৩৪, ১২৪৭ নং দাগে ০৬ শতক সম্পত্তি গত ইং ২৫.০৪.২০২৫ তারিখে মঙ্গলকোট এ. ডি. এস. আর. অফিসে ১৭৪৪ নং কোবালা দলিল মূলে কুতুবউদ্দিন আনসারীকে বিক্রয় করিয়াছেন। চাঁদ কুমার ঘোষ ও অঞ্জলী ঘোষ, কার্ত্তিক ঘোষ, মেহেক সুলতানা, কুতুবউদ্দিন আনসারী নিজ নিজ নাম নথিভুক্ত করনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই নথিভুক্ত সংক্রান্ত বা আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কাহারও কোন রকম আপত্তি থাকিলে, ইহা প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের কৈচর বি. এল. এ্যাণ্ড এল. আর. ও দপ্তরে জানাইতে হইবে, নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে বা তাহার পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
অনুপম সরকার
এ্যাডভোকেট, ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট বর্ধমান।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রীশ্রী সীতারাম কোল্ড স্টোরেজ (প্রাঃ) লিমিটেড** সাং-গ্রাম ও পোষ্ট-সালেপুর, থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলী এর মালিকানাধীন মৌজা-সালেপুর, থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলী স্থিত নিম্নলিখিত সম্পত্তির আরামবাগ সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত ন

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ২০২৬, ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, বুধবার

অভিষেককে ফৌজদারি আদালত অবমাননার নোটিস হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি বিচারপতিদের একাংশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে বিতর্কে জড়ান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই মন্তব্যের জেরে তাঁকে ফৌজদারি আদালত অবমাননার মামলায় শোকজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে তার জবাব দিতে হবে তৃণমূল সাংসদকে। মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে অভিষেকের ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেন বিচারপতি। এই ক্ষেত্রে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, অভিষেকের মন্তব্যের ভিত্তিতে কেন তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে না, তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাংসদকে জানাতে হবে। আগামী ৮ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। যদিও অভিষেকের নিরাপত্তা নিয়েও রাজ্যকে নতুন করে পর্যালোচনার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তাঁর নিরাপত্তা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটিকে বৈঠকে বসতে বলা হয়েছে। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এই পর্যালোচনা শেষ করে সিদ্ধান্ত আদালতকে জানাতে হবে। সম্প্রতি অভিষেকের উপর গত ৩০



বিচারপতিদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য

মে থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে একাধিকবার হামলার অভিযোগকেও রাজ্যের বিবেচনায় রাখতে বলেছে আদালত।

উল্লেখ্য, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর অভিষেকের জেড প্লাস নিরাপত্তা কমিয়ে এক্স ক্যাটেগরি করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই গত ১২ নভেম্বরের শুনানিতে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তাঁর প্রশ্ন ছিল, কেন বিগত ছ'মাস ধরে অভিষেকের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কোনও পর্যালোচনা বৈঠক করা হল না? একাধিকবার তিনি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য কেন নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যালোচনা করল না? সেই শুনানিতেই অভিষেকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলে রাজ্য। রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় বিচারপতিদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন তৃণমূল সাংসদ।

অভিষেকের অভিযোগ ছিল, নিরাপত্তা চেয়ে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ঘুরতে হচ্ছে। অথচ তাঁর মামলার শুনানি হচ্ছে না। অন্যদিকে, আদানি সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্টের পুজোর ছুটির বেঞ্চে দ্রুত শুনানির জন্য ওঠে। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতিদের একাংশের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে অভিষেক মন্তব্য করেন, কয়েকজন বিচারপতি বিজেপির কাছে তাঁদের 'মেরুদণ্ড বিক্রি করে দিয়েছেন'। পুজোর ছুটির আগে তাঁর মামলার শুনানি না হওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি।

রাজ্যের আইনজীবী ওই মন্তব্যের লিখিত প্রতিলিপি আদালতে জমা দেন। অভিষেকের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের উপর একাধিক হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরলেও বিচারপতি কৃষ্ণা রাও পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করে লিস্ট দিতে বলুন, কোন বিচারপতিরা বিজেপির সমর্থক আর কারা নন? জমা পড়া বক্তব্যের প্রতিলিপি খতিয়ে দেখার পরই অভিষেকের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ফৌজদারি আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন বিচারপতি। এবার সেই অভিযোগের জবাব দিতে হবে তৃণমূল সাংসদকে। একই সঙ্গে তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্নেও রাজ্যকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে আদালত।

এক ক্লিকেই সরকারি লজ বুকিংয়ের নতুন পোর্টাল চালু করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য-সহ দেশের ভ্রমণপিপাসু মানুষদের ভোগান্তি কমানোর লক্ষ্য নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও আধুনিক রূপে অনলাইন বুকিং পোর্টাল চালু করল রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। মঙ্গলবার রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের এই নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এখন থেকে ঘরে বসেই পর্যটন দপ্তর-এর নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত সরকারি পর্যটন লজ ও রিসর্ট বুক করা যাবে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী জানান, পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হল। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষ যাতে কোনো ঝঞ্ঝাট ছাড়াই স্বচ্ছভাবে সরকারি লজের ঘর বুক করতে পারেন, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই পোর্টালের আওতায় রাজ্যের ৪০টি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের মোট ৮১৪টি ঘর নিয়ে আসা হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় পর্যটকরা এক ক্লিকেই দেখে নিতে পারবেন কোন তারিখে কোন লজে কটি ঘর ফাঁকা আছে। নিজের পছন্দের রুম বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে অনলাইন পদ্ধতিতে অগ্রিম বুকিংয়ের টাকা মিটিয়ে দেওয়া, এই পুরো প্রক্রিয়াটিই আগের চেয়ে অনেক সহজ ও দ্রুতগতির করা হয়েছে। যদিও এইক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি লজের ব্যবস্থাপনাতেই থেমে থাকেনি পর্যটন দপ্তর। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, আগামী দিনে রাজ্যের নথিভুক্ত হোমস্টে এবং অন্যান্য পর্যটন পরিষেবাগুলোকেও এই একই ছাতার তলায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিচ্ছে পর্যটন দপ্তর। এর ফলে রাজ্যের অফবিট পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যেতে চাওয়া ভ্রমণার্থীরাও দারুণভাবে উপকৃত হবেন বলেই আশা করছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর।

মার্চ মাসের মধ্যেই প্রতিটি পুরসভায় শূন্যপদ পূরণ করা হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নতুন সরকারের বয়স মাত্র ছয়মাস। এই ছয়মাসের মধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের তরফে গারুলিয়া পুরসভার ১৬ জন অস্থায়ী কর্মচারীর হাতে স্থায়ীকরণের নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার স্থানীকরণের নিয়োগপত্র কর্মচারীদের হাতে তুলে দিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং।

এদিন মন্ত্রী জানান, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সরকারি নিয়মাবলি মেনেই রাজ্যের প্রতিটি পুরসভায় শূন্যপদ পূরণ করা হবে। পাশাপাশি ধাপে ধাপে অস্থায়ী পুর কর্মচারীদের স্থায়ীকরণও করা হবে। মন্ত্রী আরও জানান, 'রোস্টার' অর্থাৎ শূন্যপদের তালিকা তৈরি করতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি পুরসভায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্বতন সরকারকে বিঁধে মন্ত্রী বলেন, যারা চাকরি চুরি



করেছিল, তাঁরা বিদায় নিয়েছে। চাকরি চুরির অভিযোগে অনেক মন্ত্রী ও বিধায়ক জেল খাটছেন। জেলে যাওয়ার জন্য অনেকে আবার ওয়েটিং লিস্টে আছেন। এদিন কর্মচারীদের হাতে স্থায়ীকরণের নিয়োগপত্র প্রদানের সময় গারুলিয়া পুরসভায় হাজির ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং-সহ পুরসভার আধিকারিকরা।

মদের আসরে বচসা, বন্ধুকে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মদের আসরে বচসা। বন্ধুকে মেরে খুন করে ড্রেনে ফেলে পাথর চাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তাঁরই বন্ধুর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘরিয়া থানার কামারহাটি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগরে। মৃতের নাম সন্তোষ কর্মকার (৩৫)। পেশায় তিনি টোটো চালক ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে কাদামাখা পায়ের ছাপ সরাসরি অভিযুক্ত সুভাষ দাসের বাড়ির সামনে পর্যন্ত গিয়েছে। সেই পায়ের ছাপ অনুসরণ করেই পুলিশ সুভাষ দাস ওরফে খোকা বুড়োকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সন্তোষের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব সুভাষের। প্রায়ই তাঁরা একসঙ্গে বসে মদ্যপান করতেন। সোমবার রাতেও উভয়ের বাড়ির অদূরে দু'জনে বসে মদ্যপান করেন। সেই মদের আসরে কোনও বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। অভিযোগ, বন্ধু সুভাষ বেসামাল সন্তোষকে মারধর করে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে দেয়। মঙ্গলবার সকালে ড্রেনের মধ্যে মাথা গোঁজা এবং পাথর চাপা দেওয়া অবস্থায় সন্তোষের মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। বেলঘরিয়া থানার



পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। খুনের ঘটনার নেপথ্যে প্রধান কারণ কি, ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কিনা, তদন্তকারীরা তা খতিয়ে দেখছেন। মৃতের পড়শি রিয়া রায় জানান, এদিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে দুয়ারে জল দিতে গিয়েছিলেন। তখনই তিনি ড্রেনের মধ্যে একটা পা দেখতে পান। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর দেখা গেল ড্রেনের মধ্যে একজন পড়শির দেহ পাথর চাপা দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। রিয়া দেবী জানান, মৃত সন্তোষ এবং অভিযুক্ত সুভাষ দু'জনেই খুব ভালো বন্ধু ছিল। মদের আসরে কোনও বিষয়ে বচসার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। অপরদিকে মৃতের মা নমিতা কর্মকার বলেন, সোমবার রাতে ছেলের টোটো গ্যারেজে রেখে গিয়েছিল ওঁর বন্ধু সুভাষ। ছেলে রাতে ঘরে না ঢুকে ওর সঙ্গে অন্য কোথাও গিয়েছিল। সেদিন রাতে ছেলে আর বাড়ি ফেরেনি। মৃতের মায়ের অভিযোগ, দু'জনে বসে মদ্যপান করেছে। মদের আসরে হয়তো ওদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। ছেলেকে মেরে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিয়ে ওঁর বন্ধু সুভাষ পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন মৃতের পরিবার এবং পড়শিরা।



সম্পাদকীয়

বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণকারী শব্দবাজির কি কোনও প্রতিকার নেই!

বিশ্বকর্মা পুজো দিয়ে শুরু। তারপর দুর্গাপুজো, কালীপুজো হয়ে ছট ও জগদ্ধাত্রী পুজো। উৎসবের মরশুম শেষ হয়েও এখন কমেনি ডিজের দাপট। কমেনি শব্দবাজির দাপট। যার নিট ফল হল দেদার শব্দ দূষণ ও বায়ু দূষণ। লাগাতার শব্দবাজির দাপট ও দূষণে জেরবার মহানগরী থেকে শহরতলির বাসিন্দারা। কলকাতা শহরের এই দূষণ নিয়ে আতঙ্কিত পরিবেশবিদরা। কালী পুজোয় শুরু হয় এই শব্দবাজির দাপট। এটা চেনা ছবি। এই শব্দ দানবকে রুখতে প্রশাসনের তরফে প্রতি বছর নিয়ম করে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর জন্য রয়েছে কঠোর আইন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এত করেও রোখা যাচ্ছে না শব্দবাজির দাপট। কালীপুজোর পর ছটপুজো। সেখানেও একই ছবি। শব্দ আর বায়ু দূষণে জেরবার হল কলকাতা। প্রশাসনের যাবতীয় হুঁশিয়ারিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ছট পুজোয় ফাটল দেদার শব্দবাজি। আর যার জেরে হু হু করে বাড়ল বায়ু দূষণ। জনস্বাস্থ্যে এই দূষণের প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগে পরিবেশবিদরা। কারণ, কালীপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই ছটপুজোর আবহে ফের বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে শহরের বাতাসের গুণমান। এমনকি হাওড়ার কিছু অংশে একিউআই বা বায়ু দূষণের সূচক ২৪২ থেকে ২৯৭-এর ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। যে অবস্থাকে সরাসরি অস্বাস্থ্যকর ও গুরুতর দূষণ বলে দাবি পরিবেশবিদদের। তারমধ্যে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির জেরে কয়েকটা দিন কলকাতার দূষণ কিছুটা নিয়ন্ত্রনে ছিল। কিন্তু বৃষ্টির রেশ কাটতেই ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বিষাক্ত বাতাস। ছটপুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘাটে উৎসবের জাঁকজমক থাকলেও, তা যে পরিবেশের ওপর মারাত্মক কুপ্রভাব ফেলছে, তা বলাই বাহুল্য। গঙ্গার দুই পাড় বেলুড় ও ব্যারাকপুরে দূষণের ছবি ভয় ধরাচ্ছে পরিবেশবিদদের। দূষণের প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপরও। যা নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পরিবেশবিদরা। মোদ্দা কথা, হাজারবার বলেও কোনও অস্ত্রেই শব্দবাজিকে ঘায়েল করা যাচ্ছে না। এখন ভরসা একটাই, তা হল জন সচেতনতা। এটাই শব্দদানব থেকে মুক্তির শেষ রাস্তা।

শব্দছক ৩১৫

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

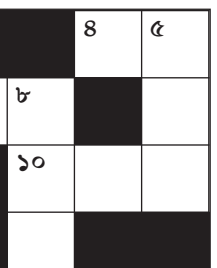
পাশাপাশি: ১. যা সম্ভব নয় ৪. দুই কামরাযুক্ত ইলেকট্রিক গাড়ি ৬. রোজ ৭. নয়তো ৯. মিশরে যার পিরামিড সবচেয়ে বড় ১০. মঙ্গলকারী ব্যক্তি ১১. নিঃসৃত মলে রক্তযোগ ১২. কাতরহীন ১৪. মার্শাল আর্ট ১৫. কুড়ি ১৬. সুন্দরী রমনী ১৭. বাহ্ ১৮. পর্বত ১৯. সপ্তাহের শেষ দিন

ওপর-নিচ: ১. নির্ভরহীন ২. মিথ্যাহীন বিষয় ৩. অরণকুসুম ৫. অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ৮. উন্মুক্ত বাইরের আকাশ ৯. কুমড়ো গাছের ফুল ১২. যার বিনাশ নেই ১৩. রত্ন দিয়ে গাঁথা হার ১৪. পাখির অস্ফুট ধ্বনি ১৭. পিতা

সমাধান ৩১৪ — পাশাপাশি: ১. অপরাধ ৩. মিনতি ৫. ছত্র ৬. বনতল ৯. গন্ধ ১০. উনুন ১১. আলাপ ১৩. রাহা ১৪. লাজবতী ১৮. রাগ ১৯. দরদি ২০. নজর

ওপর-নিচ: ১. অন্ন ২. রাজন ৩. মিত্র ৪. তিক্ত ৫. ছল ৬. বন্ধ ৭. তবলা ৮. অনুভব ৯. পর্ব ১১. আহারাদি ১২. পলা ১৫. জলজ ১৬. তীর ১৭. বদ

আজকের দিন



- **১৯৬৩** — বেল সিস্টেম গ্রাহকদের জন্য প্রথম পুশ-বোতাম টেলিফোন উপলব্ধ করা হয়।
- **১৯৭৩** — বাঘকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় প্রাণী ঘোষণা করা হয়।
- **২০০২** — মিশরের লুক্সরে হাটশেপসুট মন্দিরে জঙ্গি হামলায় ৬২ জন নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই পর্যটক।

জন্মদিন



জুবিন গর্গ

- **১৯৪৬** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কমলনাথের জন্মদিন।*
- **১৯৭২** *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের জন্মদিন।*
- **১৯৮০** *চলচ্চিত্রাভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

আজ ১৮ নভেম্বর বটুকেশ্বর দত্তর জন্মদিন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভগৎ সিং-বটুকেশ্বর জুটি উজ্জ্বল অধ্যায়

বিশ্বজিৎ সরকার



ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভগৎসিং বটুকেশ্বর দত্ত জুটি এক উজ্জ্বল অধ্যায়। দিল্লির সংসদে বোমা নিক্ষেপ, সান্ডারসন হত্যায় পরোক্ষ সহযোগিতা এবং লাহোর জেলে অনশন চলাকালীন জেলের ভেতর বন্দিদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায়ের আন্দোলনে বটুকেশ্বর দত্তের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষা কানপুরে হলেও তিনি এই বঙ্গের সন্তান। বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার ওঁয়ারী গ্রামে তাঁর জন্ম। কিন্তু এই শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি এই বঙ্গে ছিলেন উপেক্ষিত এবং অনালোচিত। গত শতাব্দীথেকে 'বটুকেশ্বর স্মৃতি সংঘ' নামে একটি ক্লাবের নামকরণের দ্বারা তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা জারি ছিল গ্রামের কয়েকজন যুবকের।এই সময় এই সরকারের তরফ থেকেও কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এই বিপ্লবীর স্মৃতি সংরক্ষণে। তাঁর বাড়ি ভেঙে পড়ার ছবি কলকাতার একটি সর্বভারতীয় পত্রিকায় এই প্রতিবেদক কর্তৃক প্রকাশিত হলে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয় এবং তাঁর জন্মভিটে এবং বাড়ি রক্ষার প্রচেষ্টা শুরু হয়। নানান বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গ্রামবাসীরা ২০১০ সালের ১৭ ই অগস্ট তাঁর জন্মভিটাকে রাজ্য হেরিটেজতালিকায় অর্ন্তভুক্তি করতে সমর্থ হন ।এর এক বৎসরের মধ্যেই সরকার তাঁর জন্মভিটেয় একপর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন ।গঠিত হয় বটুকেশ্বর স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটিএন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। তারপর থেকে বটুকেশ্বর দত্তের জন্মদিবস উপলক্ষে বসে তিনদিনব্যাপী মেলা।এ ব্যাপারে গ্রামের তৎকালীন কিছু যুবকের সৎ প্রচেষ্টা সত্যি একমূল্যবোধ ভিত্তিক কাজ। বটুকেশবর দত্ত স্বাধীনতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পরেছিলেন একেবারে কৈশোর বয়সেই। কানপুরের মল রোডে সেই সময়ে, দেশীয়দের প্রবেশাধিকারে ছিল অলিখিত নিষেধাজ্ঞা এই বৈষম্যমুলক আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ কিশোর বটুকেশ্বর প্রায়ই ঢুকে যেতেন সেখানে। তাঁর এই অকুতোভয় সাহস লক্ষ্য করেছিলেন স্থানীয় প্রেস মালিক গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী। তাঁর এই প্রেসটি ছিল বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি। তাঁর সংবাদপত্রের (প্রতাপ) প্রেসে তখন শচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল, সুরেশ চন্দ্র, পাঞ্জাব ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, বিজয় সিং নাহারের মতো বিপ্লবীদের গোপন আনাগোনা। গণেশ বিদ্যার্থীর উদ্যোগে এখানেই এই কিশোরের সাথে পরিচয় বলবন্ত সিং নামে এক যুবকের। এই বলবন্ত সিং আসলে কেউ না, তিনি পরবর্তীকালের ভগৎ সিং। এরপর দিন যত এগিয়েছে স্বাধীন ভারতের লক্ষ্যপথ বেয়ে দু জনের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে। উভয়ই শচীন সান্যাল প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান রিপাবলিকানের এস্যোসিয়েশন দলে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কাকোরি মামলায় দলের বহু সহবিপ্লবীদের ফাঁসি হয়ে যাওয়ায় এবং গ্রেপ্তার হওয়ায় চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকানের এস্যোসিয়েশন (HRSA) গঠিত হলে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দলের প্রথম সারির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এই সময় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধ আন্দোলনে ব্রিটিশ পুলিশের লাঠির ঘায়ে লালা লাজপত রায় শহীদ হলে তারই বদলা হিসেবে ঘটে স্যাণ্ডাস হত্যায় ভূমিকা ছিল তাঁর। তবে মুল অভিযুক্ত ভগৎসিং, চন্দ্রশেখর আজাদ। বটুকেশ্বর বন্ধু ভগৎ সিংকে নিয়ে গোপনে থাকলেন ১৬ দিন নিজ গ্রাম এবং বাংলার অন্যন্য স্থানে। জানাজানি হতেই চলে এলেন দিল্লি। ব্রিটিশ সরকার তখন দেশের ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ ও শ্রমিক আন্দোলন ঠেকাতে পাশ করতে চাইছেন 'পাবলিক সেফটি বিল' ও 'ট্রেড ডিসপিউট বিল'। জাতীয় মুল দল নিশ্চুপ। কাজেই দায়িত্ব তুলে নিল HSRA। ১৯২৯ সালে ৮ এপ্রিল দিল্লির কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে ব্রিটিশ সরকার বিল দুটি বিশেষ ক্ষমতা বলে আইনে রূপান্তরিত করতে গেলে অধিবেশনের কিছু আগে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সাহেবি বেশে সংসদ কক্ষের দর্শকাসনে থেকে সভা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে বোমা নিক্ষেপ করলেন তিনি ও ভগৎ সিং। কাউকে হত্যা নয়,'বধিরকে জাগাতে গেলে সুউচ্চ গলার প্রেয়াজন হয়' It takes a loud voice to make a deaf hear - ফরাসি দার্শনিক বৈলিয়োঁর এই ভাবনা থেকেই সেদিনের ছিল বোমা নিক্ষেপ, সাথে সাথে ছিল লিফলেট বিতরণ। লিফলেটটি ছিল গোলাপী রঙের। HSRA এর প্যাডে এক নোটিশ এর মত। যেটি হলের মধ্যেই হিন্দুস্থান টাইমসের এক সাংবাদিক সংগ্রহ করে তাদের বিশেষ সান্ধ্য সংখ্যায় হুবুহু ছেপে বের করেন। নোটিশের শেষে থাকে এক কাল্পনিক নাম* বলরাজ কমাণ্ডার ইন চিফ। এই লিফলেটে লেখা থাকে — আসুন, আমরা এই সরকারকে এটা টের পাইয়ে দিই, যে পাবলিক সেফটি বিল, ট্রেড ডিসপিউট বিল এবং লালাজিকে নৃশংস হত্যা করার বিরুদ্ধে অসহায় ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার সাথে সাথে ইতিহাস বারবার যে শিক্ষার্থী তুলে ধরেছে, সে শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে আমরা বলতে চাই — একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সহজ কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায়না। বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য ধুলোয় মিশে যায় কিন্তু আদর্শ বেঁচে থাকে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যেন আসমুদ্র হিমাচলে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে ওঠে। এক লাফে জন মানসেপূর্ন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বীজ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এরপর যতবারই আদালত কক্ষে হাজির হয়েছেন ততবারই 'সরফরোসি কি তমন্না অব হামারে দিল মে হ্যায়' গাইতে গাইতে হাজির হয়েছেন তিনি। আদালত কক্ষকে স্বাধীনতার প্রচারস্থল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। লাহোর জেলে বন্দীদের একত্রিতকরে বন্দীদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অনশন উদযাপন করেছেন বটুকেশ্বর। তাঁর এই প্রয়াস ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের এক সূচক বলা যেতে পারে। স্যাণ্ডোস হত্যা মামলায় ভগৎ সিং এর ফাঁসি হয়, সংসদের বোমা নিক্ষেপ মামলায় বটুকেশ্বর দত্তের দ্বীপান্তর। জেল থেকে যখন তিনি মুক্ত হলেন তখন বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ স্থিমিত, তবু তিনি সেই সময় বিহারে থাকাকালীন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জীবনকে বাজি রেখে এক স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ার লক্ষ্যে পথে নেমেছিলেন বটুকেশ্বর দত্ত। কিন্তু স্বাধীন ভারত দেখে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে। দারিদ্র্যের মধ্যেই কেটেছে বাকি দিনগুলি। বাসের পারমিট সংগ্রহের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর সার্টিফিকেট দাখিলে হেনস্থা হতে হয়েছে তাঁকে। আছে আরো অনেক বেদনার ইতিহাস। সেই আশাভঙ্গের কথা কিছুটা হলেও লেখা আছে বি এম কাউলের The Untold Story গ্রন্থে। ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল সেদিনের সাক্ষী ছিলেন এই বি এম কাউল, যিনি পরবর্তীকালে হয়েছিলেন ভারতের লেফটেন্যান্ট জেনারেল। বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লির এমস হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন দেখতে এসেছিলেন বি এম কাউল। তাঁর কাছে আশা ভঙ্গের নিদারুণ আক্ষেপের কথা বলেছিলেন বটুকেশ্বর দত্ত। এই অবহেলিত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কাছে তুলে ধরে উড়িষ্যাবাসীরা এক গুরুত্বপূর্ন কাজ করেন। কারণ এ বঙ্গ তাঁকে ভুলেই ছিল এতদিন।

মাতৃআজ্ঞা পালনে চিরকুমার রইলেন দেবসেনাপতি কার্তিক

প্রদীপ মারিক



পুরাণ কথা অনুসারে, ব্রহ্মার বরে মহাতেজস্বী তারকাসুরকে নিধনের জন্যই পরাক্রমশালী যোদ্ধা কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। তারকাসুরকে বধ করা কোন দেবতার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছিল না এবং তার অত্যাচারে দেবকুল অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং সেই সময় দৈববলে প্রাপ্ত অজেয় শক্তির অধিকারী দেবশিশু কার্তিক তারকাসুর নিধন করেছিলেন এবং এই তারকাসুর নিধন করে দেবকুলে কার্তিক হন দেব সেনাপতি। পুরাণমতে তিনি তরুণ সদৃশ, সুকুমার, শক্তিধর এবং সর্ব সৈন্যের পুরোভাগে অবস্থান করেন। কার্তিক একাধিক নামে সম্বোধিত হয়ে থাকেন। কৃত্তিকাসুত, আম্বিকেয়, নমুচি, শিখিধ্বজ, অগ্নিজ, বাহুলেয়, ক্রৌঞ্চারতি, শরজ, তারকারি, শক্তিপাণি, বিশাখ, ষড়ানন, গুহ, যান্মাতুর, কুমার, সৌরসেন, দেবসেনাপতি গৌরী সুত ইত্যাদি। এছাড়াও কার্তিকের আরও অনেক নাম আছে সেই গুলি হল পাবকি, মহাসেন, যন্মুখ, কুমার, কুমারেশ, গাঙ্গেয়, বিশাখ, মহাসেন, কুক্কুটধ্বজ, নৈগমেয়। কথিত আছে কার্তিক ঠাকুরের কৃপা পেলে পুত্রলাভ এবং ধনলাভ হয়। কার্তিক হলেন যুদ্ধদেবতা, ইনি বৈদিক দেবতা নন ইনি পৌরাণিক দেবতা। প্রাচীন ভারতে সর্বত্র কার্তিক পুজো প্রচলিত ছিল। পুরাণ অনুসারে হলুদবর্ণের কার্তিকের ছয়টি মস্তক, তাই তার অপর নাম 'ষড়ানন'। যুদ্ধের দেবতা বলে তিনি লক্ষ্য অবিচল। পাঁচটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিভ আর ত্বক ছাড়াও একাগ্র মন দিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। তার হাতে থাকে 'বর্শা-তীর-ধনুক'। আবার কারও মতে মানব জীবনের ষড়রিপু 'কাম' বা কামনা, 'ক্রোধ' বা রাগ, 'লোভ' বা লালসা, 'মদ' বা অহং, 'মোহ' বা আবেগ, 'মাৎসর্য্য' বা ঈর্ষা'কে সংবরণ করে দেব সেনাপতি কার্তিক যুদ্ধক্ষেত্রে সদা সজাগ থাকেন। এই 'ষড়রিপু' মানুষের জীবনের অগ্রগতির বাধা তাই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলেও কার্তিকের মতো সজাগ, সচেতন থাকতে হবে। কার্তিক বৈদিক দেবতা নন, কার্তিক হলেন পৌরাণিক দেবতা। কার্তিক ঠাকুর উত্তর ভারতের চেয়ে অধিক জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতে। তামিল ভাষীদের কাছে কার্তিকের রূপ হল 'মুরুগন'। বাংলাতেও কার্তিক পুজো বেশ জনপ্রিয়। কার্তিক পূর্ণিমার উৎসবটি শুরু হয় 'প্রবোধিনী একাদশীর' দিন থেকে, যেটি শুক্লপক্ষের একাদশী এবং পূর্ণিমা কার্তিক মাসের পঞ্চদশ দিন। তবে এখনও কিন্তু সৌম্যদর্শন যে কোনও পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয় কার্তিক ঠাকুরের। কার্তিক মানেই বীরত্বের প্রতীক। প্রচলিত লোককথা থেকে পাওয়া যায়, একদিন দানবদের পরাজিত করে কার্তিক বাড়ি ফিরছিলেন, তখন এক রূপবতী দেবকন্যার সঙ্গে তার দেখা হয়, সেই দেবকন্যার নাম ঊষা। কার্তিক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ঊষাও কার্তিকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। ঊষাকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাশের কাছাকাছি পৌঁছান কার্তিক কিন্তু আচমকাই তার মনে হয়, বাড়িতে বউ নিয়ে যাওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে কথা বলা উচিত। তাই ঊষাকে ধানখেতে দাঁড় করিয়ে রেখে তড়িঘড়ি মা দুর্গার কাছে যান কার্তিক। কথা বলে মায়ের থেকে অনুমতিও নেন। কিন্তু সেই অনুমতি মা কতটা মন থেকে দিলেন এই নিয়ে খানিক ধন্দে ছিলেন কার্তিক। মনে উথালপাথাল হলেও, তড়িঘড়ি বর সেজে ধানখেতের দিকে রওনা দেন তিনি। কিন্তু আচমকাই মনে পড়ে মাকে প্রণাম করা হয়নি, আবারও বাড়ি ফিরে যান কার্তিক। গোটা বাড়িতে মাকে খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে যান। খোঁজাখুঁজি করতে করতে রান্নাঘরে পৌঁছান কার্তিক। এরপরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান দেখেন, মা দুর্গা রান্না ঘরে ঢুকে তড়িঘড়ি করে খাবার খাচ্ছেন। কার্তিক প্রশ্ন করেন, মা এমন ভাবে খাচ্ছ কেন? মা বলেন পুত্রবধূ যদি বাড়িতে এসে তাকে খেতে না দেয় এই আশঙ্কায় তিনি খাওয়া দাওয়া শুরু করেছেন। মায়ের কথা শুনে দুঃখ পান কার্তিক। ঠিক করেন, এভাবে ঊষাকে বিয়ে করবেন না। এদিকে, তখনও ধানখেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঊষা, দেবসেনা কার্তিক আর ফিরলেন না। অবশেষে তিনি জানতে পারেন কার্তিকের প্রতিজ্ঞার কথা। প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত বদল করেন ঊষাও। লজ্জায় ধানখেতেই লুকিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন ঊষা। কার্তিক মাসে আমন ধানের শিষ বেরোয়, ওই ধানের শিষই নাকি ঊষা যে কারণে কার্তিক পুজোয় ব্যবহার করা হয় নতুন ধানের শিষ। কার্তিকের বাহন ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখিও। অসাধারণ কর্মতৎপর এই পাখি খুবই সুন্দর। সৈনিক পুরুষের নানা গুণ ময়ূরকে বাহন করতে সাহায্য করেছে। ময়ূর খুব সামান্যই নিদ্রা যায়, সর্বদা সতর্ক থাকে, সে আলস্যহীন, ময়ূরের স্বজনপ্রীতি লক্ষণীয়। সৈনিক পুরুষ ময়ূরের মতো অনলস, কর্মকুশল আর লোকপ্রিয় হবেন। আর এই ধারণা থেকেই ময়ূর বাহন কার্তিকের। কার্তিক পুজোর দিন কাটোয়ায় এক বড়সড় শোভাযাত্রা বেরোয়। সব পুজো-মণ্ডপের দলবল তাদের ঠাকুর নিয়ে বেরোয় শোভাযাত্রায়। চলে লড়াই কার ঠাকুর আগে যাবে। এ যুদ্ধ রীতিমতো লাঠিসোটা, এমনকী তরবারি নিয়েও চলে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার গৌরবাজার গ্রামে বিগত ১৬৬ বছর ধরে কার্তিক পুজো চলে আসছে। এই পুজোর বিশেষত্ব হল তিনটি কার্তিক- বড় কার্তিক, মেজো কার্তিক, ছোটো কার্তিক। বর্ধমানে পালদের জমিদারি খুব বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে, জমিদার জয়নারায়ণ পাল, শ্যাম পাল ও লক্ষ্মীনারায়ণ পাল নিঃসন্তান ছিলেন। ১৮৫৩ সালের দিকে একদিন রাত্রে স্বপ্নে জয়নারায়ণ পাল আদেশ পান তাদের তিন ভাই কার্তিক পুজো করলে তাদের সন্তান হবে। তাই তারা তিন ভাই মিলে ঘটা করে কার্ত্তিক মন্দির তৈরি করে একসাথে তিন কার্তিকের পূজা করতে লাগলেন। তারপরে ১৮৫৭ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ পালের ধ্বজাধারী পাল নামে এক পুত্র সন্তান হয়। বাকি দুই ভাইয়ের একটি করে কন্যা সন্তান লাভ হয়। সেই থেকে এখানে পালদের বংশধরেরা আজও পুজো করে আসছেন। কার্তিক পুজো চার প্রহরের পুজো হয়। পুজো শেষে ব্রতকথা শোনার পর ভোরবেলায় কার্তিক ঠাকুরের বিসর্জন হয়। তবে কার্তিক প্রতিমা জলে বিসর্জনের রীতি নেই বলে মানুষের বিশ্বাস। দেবতাদের প্রাচুর্য বৈভবের মধ্যে থেকেও নিভৃতে মাতৃ আজ্ঞা পালন করে চলেছেন দেব সেনাপতি কার্তিক।

কৃষ্ণনগরের আড়াইশো বছরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজো

নিরঞ্জন পাল

বাংলার শারদোৎসবের আবহ শেষ হতে না হতেই নদীয়া জেলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সূতিকাগার কৃষ্ণনগরে শুরু হয়ে যায় বছরের সবচেয়ে বড় ও আবেগঘন উৎসব;শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো। দীর্ঘ আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পুজো নদীয়া তথা সমগ্র বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে পুজোর জৌলুস ও পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও, এর মূল প্রাণস্পন্দন এবং প্রাচীন ঐতিহ্য আজকেও সমানভাবে বহমান। তবে চলতি বছরের জগদ্ধাত্রী পুজো কৃষ্ণনগরের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ও মাইলফলক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে, যার মূলে রয়েছে বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের ঐতিহাসিক আগমন ও একাধিক ঐতিহ্যবাহী পুজো মণ্ডপ উদ্বোধনের সূচি।

আড়াইশো বছরের প্রাচীন ইতিহাস ও রাজকীয় প্রেক্ষাপট: কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্ম ইতিহাস এক রোমাঞ্চকর ও পুণ্যময় উপাখ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের পাতা ও জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, তৎকালীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মীরকাশেমের আমলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সময়মতো রাজকোষের খাজনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এই তথাকথিত 'অপরাধে' নবাব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বিহারের মুঙ্গের দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন।

কারাবাস থেকে মুক্তিলাভের পর মহারাজ যখন জলপথে স্বীয় রাজধানী ও বাসভবন নদী তীরবর্তী 'রেউই' (বর্তমান কৃষ্ণনগর)-এর উদ্দেশ্যে ফিরে আসছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বাতাসে বেজে ওঠে শারদীয়া দুর্গোৎসবের বিসর্জনের বিষাদের সুর। নিজ রাজ্যে ফিরেও মায়ের অবারিত চরণে এ বছরের মতো পুজো অর্পণ করতে না পারার চরম বেদনা ও আক্ষেপ মহারাজের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কথিত আছে, সেই রাতেই দেবী দুর্গা মহারাজের স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নির্দেশ দেন;শারদীয়া দুর্গোৎসবের ঠিক এক মাস পর কার্তিক শুক্লপক্ষের সপ্তা বা নবমী তিথিতে তাঁকে যেন 'জগদ্ধাত্রী' রূপে আরাধনা করা হয়। কেবল নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি দেবী, স্বপ্নে তাঁকে নিজের দিব্য রূপ;ঘোটকমুখী



সিংহাসনারূঢ়া ত্রিনয়নী মূর্তি দর্শন করান। সেই দিব্য আদেশ ও মহারাজের হাত ধরেই শুরু হয় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির এই ঐতিহাসিক জগদ্ধাত্রী পুজো। রাজবাড়ি থেকে ধীরে ধীরে এই পুজোর প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র কৃষ্ণনগরের আনাচে-কানাচে।

বর্তমানের মহোৎসব ও কৃষ্ণনাগরিকদের আদি অন্তহীন আবেগ: কালের পরিক্রমায় আজ কৃষ্ণনগরে সরকারি নথিভুক্ত পুজোর সংখ্যা আড়াইশোর গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। এর পাশাপাশি অসংখ্য পারিবারিক ও অ-নথিভুক্ত পুজো মিলিয়ে কদিন ধরে গোটা শহর এক আলোকোজ্জ্বল আলোকমালায় সেজে ওঠে। ভিন জেলা ও ভিন রাজ্য থেকে ছুটে আসেন অগনিত পুণ্যার্থী।

অন্যান্য বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো বছর শুরুর শারদীয়া উৎসব হলেও, কৃষ্ণনাগরিকদের কাছে জগদ্ধাত্রী পুজোই হলো সর্বেসর্বা। রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহালয়ার সুর বাজার পর থেকেই উমার আগমনের প্রতীক্ষা শুরু হলেও, কৃষ্ণনগরবাসীর মন পড়ে থাকে কবে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো আর কালীপুজোর পর্ব চুকেবুকে আসবে এবং তাদের প্রাণপ্রিয় জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হবে। এই পুজোর সঙ্গে যে গভীর আবেগ, ভক্তি ও ভালোবাসা জড়িয়ে রয়েছে, তা কেবল নিজ চোখে প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করা কঠিন।

উৎসবের এই কদিন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কৃষ্ণনগরের এমন কোনো গৃহ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সমাগম ঘটে না। দুর্গাপুজোয় নতুন পোশাক কেনা হোক বা না হোক, কৃষ্ণনাগরিকরা জগদ্ধাত্রী পুজোয় নতুন পোশাক পরিধান করবেনই;এটি যেন সেখানকার এক অবধারিত সামাজিক নিয়ম।

স্পনসর ও জৌলুসের সমীকরণ চন্দননগর বনাম কৃষ্ণনগর: আলোচনার টেবিলে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে যে, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর জৌলুস ও আড়ম্বর অনেক সময় কৃষ্ণনগরকে ছাপিয়ে যায় কি না। একথা অনস্বীকার্য যে, চন্দননগর কলকাতা মহানগরীর নৈকট্য এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বহু কর্পোরেট স্পন্সর ও বহুজাতিক সংস্থার নজর কেড়ে নেয়। প্রচুর স্পন্সরশিপের ঢল নামায় সেখানে আলোর রোশনাই ও থিমের চমক অনেক বেশি চোখে পড়ে। বহু নামী রাজনীতিবিদ ও তারকারাও চন্দননগরের পুজো উদ্বোধনে মুখিয়ে থাকেন।

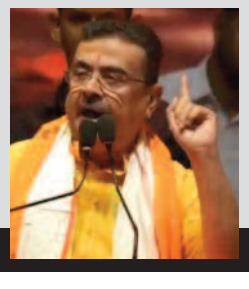
তবে কৃষ্ণনগরবাসীর মতে, স্পন্সরশিপ বা বাহ্যিক চাকচিক্য যতই কম থাক না কেন, কৃষ্ণনগরের মায়ের প্রতিমার যে অনবদ্য রূপ, সনাতনী শৈলী এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত অপরূপ 'ডাকের সাজ', তা অনন্য। যে ব্যক্তি জীবনে অন্তত একবার সচক্ষে কৃষ্ণনগরের মায়ের মূর্তি দর্শন করেছেন, তার মনের মণিকোঠায় সেই রূপ চিরকালের মতো ভাস্বর হয়ে থাকবে।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

কাউকে যেচে স্নেহ বা আশীর্বাদ কোনওটাই করতে নেই। তাতে অযাচিত স্নেহ অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে। অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদে আত্মজাহির মনে করে।

কৌটা-আনকৌট



এত বছর ধরে সনাতন ধর্মকে অপমান করা হয়েছিল। বামেরা নাস্তিক, সনাতন ধর্মবিরোধী। তাঁরা কখনও কোনও ভগব

বসিরহাট জেলে বন্দিদেরই তোলাবাজি, অভিযুক্ত কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সংশোধনাগারের ভিতরেই কি চলছিল তোলাবাজির সিন্ডিকেট? বন্দিদের মারধর, হেনস্তা করে টাকা আদায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ। ৫০ হাজার টাকা দাবি করে ৩০ হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ তুললেন সদ্য জামিনে মুক্ত তিন প্রাক্তন বন্দি। জেলর ও হেড ওয়ার্ডারের মদতের অভিযোগও উঠেছে। ঘটনায় পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ অভিযোগকারীরা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলর।



জেলের ভিতরে বন্দিদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদেরই নজরদারিতে কি চলছিল তোলাবাজির কারবার? বসিরহাট উপসংশোধনাগার ঘিরে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বন্দিদের একাংশকে ব্যবহার করে অন্য বন্দিদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়, টাকা দিতে অস্বীকার করলে মারধর ও নানা ধরনের হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। এমনকী আদায় হওয়া টাকার ভাগ সংশোধনাগারের আধিকারিকদের কাছেও পৌঁছত বলে দাবি অভিযোগকারীদের।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি। সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন শেখ শাহজাহানের তিন অনুগামী। দীর্ঘদিন তাঁরা বসিরহাট উপসংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন। সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হওয়ার পর তাঁদের মধ্যে তিনজন এবার সরাসরি পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন।

প্রাক্তন বন্দি আবুল হোসেন মোল্লার অভিযোগ, সংশোধনাগারের ভিতরে মোশারফ মণ্ডল নামে এক বন্দি নিজের প্রভাব খাটিয়ে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কার্যত সমান্তরাল শাসন চালাত। বন্দিদের কাছ থেকে টাকা দাবি করা হতো। টাকা দিতে না-পারলে চলত মারধর, হেনস্তা, এমনকী শৌচাগার পরিষ্কার করানোর মতো শাস্তি। অন্য সংশোধনাগারে পাঠিয়ে দেওয়ার ভয়ও দেখানো হতো বলে অভিযোগ।

আবুলের দাবি, তাঁর কাছে ৫০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছিল। তিনি ৩০ হাজার টাকা দিলেও বাকি টাকা দিতে না-পারায় তাঁকে দমদম সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। সংশোধনাগারের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেও এই কারবার চলত বলে অভিযোগ। জেলর ও হেড ওয়ার্ডারের মদত ছাড়া এমন ঘটনা সম্ভব নয় বলেও দাবি তিন প্রাক্তন বন্দির। সোমবার তিনজন বসিরহাট পুলিশ সুপারের দফতরে গিয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। তাঁদের দাবি, সংশোধনাগারের ভিতরে বন্দিদের ওপর অত্যাচার ও টাকা আদায়ের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বসিরহাট উপসংশোধনাগারের জেলার গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের কোনও ঘটনার খবর তাঁদের কাছে নেই। পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে থাকলে তদন্তে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সংশোধনাগারে বন্দিরা ভালো আছেন বলেও দাবি করেছেন তিনি।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সংশোধনাগারের ভিতরে সত্যিই কি বন্দিদের একাংশকে সামনে রেখে তোলাবাজির চক্র চলছিল? বন্দিদের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নজরদারির দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ভূমিকা কী ছিল? অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করাই এখন জরুরি।

মোবাইল গেমে মগ্ন মা! বালতির জলে ডুবে মৃত্যু ১৪ মাসের শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সোশ্যাল মিডিয়া ও মোবাইল গেমের নেশা কি কেড়ে নিল ১৪ মাসের শিশুর প্রাণ? মায়ের মোবাইলে ব্যস্ত থাকা নিয়ে বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মা। পারিবারিক বিবাদ, পরস্পরের প্রতি অভিযোগ আর তারই মধ্যে অকালে নিভে গেল একটি শিশুর জীবন। মোবাইলের পর্দায় ব্যস্ততা, আর সেই ফাঁকেই কি নজর এড়িয়ে গেল ১৪ মাসের শিশুটি? রান্নাঘরে রাখা জলের বালতিতে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল একরত্তির। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য বারাসাতের হাটখোলা এলাকায়।



মৃত শিশুর বাবা বিপ্লব বারুইয়ের অভিযোগ, ঘটনার সময় শিশুর মা শ্রেয়া মণ্ডল মোবাইলে গেম খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। বাড়ির ভিতরে একাধিক মানুষ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে শিশুটি নজর এড়িয়ে রান্নাঘরে চলে গেল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, সামান্য অসতর্কতার মাশুল দিতে হল ১৪ মাসের শিশুটিকে। যদিও বাবার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মা শ্রেয়া। তাঁর দাবি, ঘটনার সময় তিনি ঘরের মধ্যে জামাকাপড় ভাঁজ করছিলেন। শিশুটি সাধারণত রান্নাঘরে যায় না। আচমকাই কোনওভাবে সেখানে চলে যাওয়ায় তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেননি। উল্লেখ্য, প্রায় দেড় বছর আগেই বিপ্লব ও শ্রেয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। তারপর থেকেই দু'জনের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ চলছিল বলে জানা গিয়েছে। শিশুর মৃত্যু ঘিরে সেই পুরনো বিবাদও নতুন করে সামনে এসেছে। ময়নাতদন্তের পর শিশুটির দেহ শেষকৃত্যের জন্য বাবা ও মা দু'জনের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং কারও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে বারাসাত থানার পুলিশ।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / সেন্ট্রাল বঁক অঁফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India

আঞ্চলিক কার্যালয় : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে
বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ

লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেস-এর জন্য বিড / অফারের আহ্বান

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর তাদের নিম্নলিখিত ব্রাঞ্চ / অফিসগুলির জন্য মার্কেট এলাকায় পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস সহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে নীচে উল্লিখিত অবস্থানগুলিতে **(১০০০-১৫০০ বর্গফুট)** পরিমাপের দখলের জন্য প্রস্তুত / এক মাসের মধ্যে দখলের জন্য প্রস্তুত করার মতো প্রেমিসেস প্রয়োজন।

ব্রাঞ্চ/অফিস	পিন নং	জেলা	প্রয়োজনীয় কার্পেট এরিয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (টাকায়)
সাঁতুড়ি	৭২৩১৩৩	পুরুলিয়া	১০০০ - ১৫০০ বর্গফুট	৫০০০/- টাকা

অনুগ্রহ করে কোনো ব্রোকার বা মধ্যস্থতাকারী নয়। সরকারী / আধা-সরকারী সংস্থা বা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে **ওয়েবসাইট http://www.centralbankofindia.co.in** থেকে ফর্মাটি / শর্তাবলী ডাউনলোড করুন বা **অফিস চলাকালীন মাচানতলা, বাঁকুড়ায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে** সেগুলি সংগ্রহ করুন। অফার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল ১৭.১২.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত। মধ্যস্থতাকারী/ব্রোকারদের কাছ থেকে আসা আবেদনগুলি গ্রাহ্য করা হবে না।

তারিখ : ১৮.১১.২০২৬
স্থান : বাঁকুড়া

আঞ্চলিক প্রধান
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাবলিক নোটিশ

ইন্দ-বরাথ থার্মাল পাওয়ার লিমিটেড (''ট্রান্সফারর কোম্পানি''), যার নিবন্ধিত কার্যালয় এসএল জুবিলি হিলস, তৃতীয় ফ্লোর, প্লট নং ১২০২ এবং ১২১৫এ, রোড নং ৩৬, অফিস নং ৩০৫, জুবিলি হিলস, হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা-৫০০০৩৩-এ এবং কর্পোরেট কার্যালয় ১ গার্স্টিন প্লেস, অরবিট হাউস, রুম নং-৩বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১-এ অবস্থিত এবং **ওড়িশা অ্যালয় স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড** (''ট্রান্সফেরি কোম্পানি''), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১ গার্স্টিন প্লেস, অরবিট হাউস, রুম নং-৩বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১-এ অবস্থিত, তাদের বিষয়ে।

এতদ্বারা সমস্ত শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ২৩৩ এবং প্রযোজ্য রুলস অনুসারে প্রস্তুত প্রস্তাবিত স্কিম অফ অ্যামালগামেশন, ট্রান্সফারর কোম্পানি এবং ট্রান্সফেরি কোম্পানির সমস্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথভাবে পেশ করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তাদের কারও কাছ থেকে কোনো পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এই প্রকাশনার তারিখ পর্যন্ত, প্রস্তাবিত স্কিম সম্পর্কে কোনো বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো আপত্তি বা বিরূপ যোগাযোগ পাওয়া যায়নি। তদনুসারে, শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের প্রচারিত স্কিমটিকে চূড়ান্ত স্কিম হিসাবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের নজরে নিতে বলা হচ্ছে।

ওড়িশা অ্যালয় স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
১ গার্স্টিন প্লেস, অরবিট হাউস, রুম নং-৩বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১।
তারিখ ১৬.১১.২০২৬

আশিয়ানা হাউজিং লি.
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিশ

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য, যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	আরশাদ আহমেদ এবং নৌশাবা বানো যৌথভাবে	০০২৩৬৭০	৪৪৮৬	৮১৪৪২৯১-৮১৪৮৬৬৫	৪,৩৭৫

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৭ নভেম্বর ২০২৬

আশিয়ানা হাউজিং লি.
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিশ

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য, যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	রাজীব শর্মা এবং রমা শর্মা যৌথভাবে	০০১০৫৭৭	২০৯১	৩৯১৩২৫১-৩৯১৫০০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৭ নভেম্বর ২০২৬

যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক অবস্থায় বাড়ির সামনে থেকেই এক যুবকের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। শশুর বাড়িতে ঘুরতে এসেই এই দুর্ঘটনার মুখে পড়ে ওই যুবক। মৃতের শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দাবি, ভূতের ভয় দোতলার ছাদ থেকে অসতর্ক অবস্থায় নীচে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। সোমবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর বাজারপাড়া এলাকায়। রাতেই ওই যুবকের রক্তাক্ত দেহটি তড়িঘড়ি স্থানীয়রা উদ্ধার করে নিয়ে যায় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা ওই যুবককে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। পাশাপাশি এই ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে মহেশপুর বাজারপাড়া এলাকায় তদন্তে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। যদিও মৃত যুবকের পরিবার নির্দিষ্ট কোনও নাম ছাড়া রহস্য মৃত্যুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তবে মৃতের শ্বশুরবাড়ির পাশাপাশি এলাকার লোকজনও এই ভূত আতঙ্কের বিষয়টি নিয়েও সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা বলেন, মৃতের শ্বশুরবাড়িতেই কিছুদিন আগে এক যুবক মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই ওদের বাড়িতেই নাকি নানান অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আসছে। এদিন হয়তো সেই ভূতের আতঙ্কেই দোতালার ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই বাড়ির একমাত্র জামাইয়ের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম পিন্টু মণ্ডল (৩১) । পেশায় রংমিস্ত্রি পিন্টু মণ্ডলের ভালো কাজের জন্য তার প্রচুর বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতি ছিল। পিন্টুর বাড়ি ইংরেজবাজারের রায়পুর এলাকায়। তার শ্বশুরবাড়ি মহেশপুর বাজারপাড়া এলাকায়। তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা মণ্ডল পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এবং তাদের ছ'বছরের একটি কন্যাসন্তানও রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাত আটটা নাগাদ শশুর বাড়িতে আসে পিন্টু । আশপাশের বন্ধুদের ছটপুজোর ঠেকুয়ার নাকি আমন্ত্রণ করা হয়েছিল পাড়ার জামাইকে। কিন্তু পরিবারের লোকেদের অলক্ষেই পিন্টু দোতালার ছাদে কখন উঠে যায়, কেউ জানত না। হঠাৎ বাড়ির সামনের গলিতে বিকট আওয়াজেই আশপাশের মানুষজন বেরিয়ে আসে। তখনই দেখে উলটানো অবস্থায় পিন্টুর নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ে আছে।

স্থানীয় একাংশদের বক্তব্য, পিন্টুর শ্বশুরবাড়িতে একমাত্র শ্যালক মিঠুন মন্ডল (৩৬) প্রায় তিন বছর আগে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। পিন্টুর স্ত্রী ছাড়া ৭০ বছরের ঊর্ধ্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শশুর শাশুড়ি রয়েছে। এর বাইরে আর কেউ নেই। যেহেতু পিন্টুর শ্যালক দোতালায় থাকতো, সে মারা যাওয়ার পর থেকে আর কোনদিন পিন্টু দোতালায় ওঠেনি। কারণ, তার মধ্যে সব সময় নাকি ভূতের ভয় গ্রাস করতো।

মৃতের স্ত্রী সন্ধ্যা মণ্ডল বলেন, 'বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মা এবং আমি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রয়েছি। এদিন পিন্টু কখন বাড়িতে ঢুকে দোতালার ছাদে চলে গিয়েছিল কিছুই জানতে পারিনি। হঠাৎ করে হইহই আওয়াজে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রক্তমাখা নাক, মুখে অবস্থায় ওকে নিয়ে সবাই হাসপাতাল ছুটছে। আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর পিন্টু কখনোই দোতালায় উঠত না। কারণ ভাই দোতলার ঘরে থাকত। সবসময়ই স্বামীর মধ্যে ভূতের ভয় কাজ করত। হয়তো কোনও কারণবশনত ছাদে উঠে ভূত আতঙ্কেই পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে পিন্টুর।'

মৃতের এক কাকা গৌতম মণ্ডল বলেন, 'ভাইপো খুব মিশুকে ছিল। দোতলার ছাদ থেকে পড়ে অনেকের হাত-পা ভাঙে। কিন্তু এভাবে মাথায় চোট পেয়ে নিশংস মৃত্যু, ভাবতেই পারছি না। পিন্টুর বৃদ্ধ শশুর শাশুড়ি, পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রয়েছে, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। ওরা তো নিজেরাই অসহায়। আমরাও এই রহস্য মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছি। যেহেতু গ্রাম্য পরিবেশ তাই আশপাশে সিসিটিভি নেই, যে বিষয়টা আমরা পরিষ্কার করে বুঝতে পারব। তবে ওদের বাড়িতে পিন্টুর শ্যালকের মৃত্যুর পর একটা অশুভ আত্মার আতঙ্ক বরাবরই শুনে এসেছি। আমরাও মনে করছি মিঠুনের মৃত্যুর পরেই নিজের জামাইকেই এভাবেই টেনে নিয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা শাখা সংগঠনের সভাপতি সুনীল দাস জানিয়েছেন, এটা সম্পূর্ণ বুজরুকি। ভূত বলে কিছু হয় না। অসতর্কবশত ছাদ থেকে পড়ে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। অবশ্যই সেটা ময়নাতদন্তে রিপোর্টে পুলিশ হয়তো পরে বলতে পারবে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, আশপাশের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হয়তো ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটতে পারে। ময়নাতদন্তে রিপোর্টের পরই এই বিষয়ে বলা সম্ভব।

মোমবাতি মিছিলে এনকাউন্টারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের সোমবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহর দেখল এক হাতে জলন্ত মোমবাতি আর অন্য হাতে উই ওয়ান্ট জাস্টিস লেখা প্ল্যাকার্ড। মৌন মিছিল। সকলের দাবি, একটাই কালীপূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রা সামান্য বচসার জেরে নির্মম ভাবে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আদিত্য ভকত (৩০) নামে এক যুবককে খুন করা হয়। সেই অপরাধিদের কড়া শাস্তি এমনকি প্রয়োজনে এনকাউন্টার করার দাবি জানানো হয়। তাদের বক্তব্য, পরিকল্পিত খুনীদের এনকাউন্টারই একমাত্র সমাধান। ভকতপাড়া ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা এই মোমবাতি মৌন মিছিলে অংশ নেয়।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য কালীপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বচসা থেকে দুপক্ষে বচসা এবং পরে খুনের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় মোট ৩ জনকে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই তিন জন হল লোকপুর এলাকার বাসিন্দা দেবজিৎ দাস, রাকেশ সহিস ও সুরজ রাসা। এই ধৃতদের জেলা জেলা আদালতে পেশ করা হলে আদালত ৩ জনকেই ১০ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। এই এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ পাশাপাশি পূর্বে তাদের মধ্যে কোনও আক্রোশ ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে অভয়া-কাণ্ডের পর মোমবাতি মৌন মিছিলের উই ওয়ান্ট জাস্টিস আওয়াজ এক নতুন মাত্রা নিয়েছিল। এদিনের এই মৌন মোমবাতি মিছিল ঘিরেও বাঁকুড়া শহরে আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। পথ চলতি মানুষকে অংশ নিতে দেখা যায়।



হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া, জামগ্রাম, ঘোষপাড়া সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা এবারে ১৪ বছরে পদার্পণ করল।

কার্তিকপুজো ও বিসর্জনে শান্তি বজায়ে সাহায্যের আর্জি এসপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আসন্ন কার্তিকপুজো ও প্রতিমা বিসর্জন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যায় সোনামুখী থানার উদ্যোগে একটি প্রশাসনিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সোনামুখী থানার সমস্ত কার্তিকপুজো কমিটির প্রতিনিধি, সভাপতি ও সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে সভায় উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিষ্ণুপুর, মহকুমাশাসক বিষ্ণুপুর, বিডিও সোনামুখী এবং সোনামুখী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

এই সভায় বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার পিভিজি সতীশ সোনামুখী চৌমাথায় বাজি ও আতশবাজি ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। কালীপুজোর সময় চৌমাথা এলাকায় ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করে তিনি জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য এই বিধিনিষেধের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

পুলিশ সুপার সমস্ত পুজো কমিটিকে সরকারি নির্দেশিকা ও প্রচলিত আইন কঠোর ভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেন। বিশেষ ভাবে সোনামুখী চৌমাথায় বাজি ও আতশবাজি ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা এবং মাননীয় আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ডিজে বক্স ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পাশাপাশি, বিসর্জন শোভাযাত্রায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যানবাহন চলাচল সুষ্ঠু ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না-হয়, সে বিষয়ে পুজো কমিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। উৎসবের আনন্দ ও ধর্মীয় ভাবাবেগ অক্ষুণ্ণ রেখে জননিরাপত্তা এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

৩ বছরের শিশুকে বাঁচালেন পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অল্পের জন্য এক পুলিশকর্মীর তৎপরতায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে প্রাণে বেঁচে গেল তিন বছরের এক শিশুকন্যা। উর্দি পরে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে এক পুলিশ কর্মী মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল শিশুটিকে।

সোমবার বাবা কোলে চেপে সেই পুলিশ আঙ্কেল স্যালুট জানাতে থানায় এসেছিল ছোট্ট শিশুটি। পড়শিরাও এই বিরল ঘটনা দেখার সুযোগ হাত করেনি। এই মানবিক ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার



মেজিয়া এলাকার দামোদর নদে ছটপূজা ঘাটে। ছটপুজোয় দামোদর নদের মেজিয়া ঘাট মেতে উঠেছিল পুণ্যার্থীদের ভিড় ও কোলাহলে। সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশকর্মী হঠাৎ দেখতে পান যে জলের টানে তলিয়ে যাচ্ছে এক শিশু। অসতর্কতায় জলে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছটফট কর ছিল শিশুটি। বাবা ও মা-সহ সকলেই অর্ঘ্য নিবেদনে মেতে উঠেছিল। তাই কারও মন ছিল না শিশুটির দিকে। তার চিৎকারও কারও কানে যাচ্ছিল না। শিশুটি ক্রমেই তলিয়ে যেতে থাকে নদে। এই ঘটনা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের ঝুঁকির কথা না-ভেবেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন সেখানে কর্মরত পুলিশকর্মী সাব ইনস্পেক্টর আকাশ পাত্র। নদে ঝাঁপ দিয়ে জলের মধ্যে শিশুটিকে খোঁজার চেষ্টা করেন পুলিশকর্মী। এই দেখে মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায় সব কিছু। শিশুটির বাবা মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এলাকায় তখন শুধু উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। নদের জল থেকে ছোট্ট শিশুটিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে নিরাপদে তার মায়ের হাতে তুলে দেন পুলিশকর্মীটি।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

| ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর

উন্নয়ন ও মৃৎশিল্পী-তাঁতিদের পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া জেলার সার্বিক উন্নয়ন এবং স্থানীয় হস্তশিল্পী ও তাঁতিদের উন্নতির লক্ষ্যে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি নদীয়া সফরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি জেলায় একটি প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং (এআরএম) করবেন। এর আগে কল্যাণীতে একাধিক জেলাকে নিয়ে বৈঠক করলেও, এবার শুধুমাত্র নদীয়া জেলার উন্নয়নের স্বার্থে আলাদা ভাবে বৈঠকে বসার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।



মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জানান, জেলার কল্যাণী ও রানাঘাটকেন্দ্রিক এলাকায় ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। সেখানে এইমস হাসপাতাল এবং হরিণঘাটা শিল্পতালুক তৈরি হয়েছে, পাশাপাশি বিমানবন্দর তৈরির প্রক্রিয়াও এগোচ্ছে। তবে রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলেরও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। বিশেষ করে করিমপুর, তেহট্ট, পলাশী, চাপড়া, কৃষ্ণনগর, বেথুয়া এবং নাকাশিপাড়া অঞ্চলে আগামী দিনে প্রচুর কাজ করার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর পাশাপাশি কৃষ্ণনগর শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

স্থানীয় স্তরের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত হতে তিনি দলের স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি স্থানীয় বিধায়ক শিক্ষক তারকনাথ চ্যাটার্জি, নেতা অর্জুন বিশ্বাস, রাজা ও রাজিবের নাম উল্লেখ করেন। পাশাপাশি রানাঘাটের নেতা জগন্নাথের প্রশংসা করে তিনি বলেন, জগন্নাথ অবিভক্ত নদীয়া জেলার প্রতিটি প্রান্ত চেনেন এবং তাঁদের সবার কাছ থেকেই তিনি স্থানীয় বিভিন্ন বিষয় জেনে নেবেন।

কৃষ্ণনগর ও সংলগ্ন এলাকার শিল্পীদের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, এখানকার মূর্তি শিল্পী এবং যাঁরা হাতের কাজ জানেন, সেই সমস্ত কারিগরদের পাশে সরকার থাকবে। এছাড়া ফুলিয়া থেকে শুরু করে সমগ্র নদিয়া জেলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চালু করা 'বিশ্বকর্মা যোজনা' এবং 'উদ্যম পোর্টালে'র মতো প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপ দেওয়ার ওপর তিনি জোর দেন। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, মায়ের আশীর্বাদেই তাঁদের সরকার গঠিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের চোখ দিয়েই তাঁরা মায়ের সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করতে চান।

জনগণের ধাক্কাই সবচেয়ে বড়: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসবের আবহে খানাকুলের মাটি থেকেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কটাক্ষ, ২০২৬ সালের পর তৃণমূল দলটাই কোমায় চলে যাবে!



শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে শুরু করে আদালতের রায় এবং বামেদের আন্দোলন, একাধিক ইস্যুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাসক ও বিরোধী শিবিরকে নিশানা করেন তিনি।মঙ্গলবার খানাকুলের ঠাকুরানিচক ও রাজহাটি এলাকার একাধিক জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কোথাও ফিতে কেটে, আবার কোথাও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে পুজোর শুভ সূচনা করেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিকে ঘিরে পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিজেপির নেতৃত্ব। পুজোর উদ্বোধন পর্ব শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেই রাজ্য রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরব হন সুকান্ত মজুমদার। সম্প্রতি হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে দেওয়া রায় প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, জনগণের ধাক্কাই সবচেয়ে বড় ধাক্কা। এবার অভিষেককে নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের পর তৃণমূল আরও রসাতলে চলে গেল। আর গলা বের হবে না।

তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শাসক দলকে চাপে রাখতেই বিজেপির এই আক্রমণ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াই যে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, এদিনের বক্তব্যে তারই ইঙ্গিত দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়েও কটাক্ষ করে তাঁর দাবি, ২০২৬ সালের পর রাজ্যে তৃণমূলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব কার্যত সংকটের মুখে পড়বে। খানাকুলের পুজোর মঞ্চকে কেন্দ্র করে তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, বইয়ের স্টল ভাঙার প্রতিবাদে বামেদের মিছিল ও আন্দোলন নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সুকান্ত মজুমদার। বামেদের উদ্যোগকে বিদ্রূপ করে তিনি বলেন, বামেরা চলমান বুক স্টল করছে। আগে ওদের দলটাকে চলমান হতে বলুন। একই সঙ্গে বইয়ের স্টল ভাঙার ঘটনার নিন্দা করে তিনি জানান, বিজেপিও এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবে বামেদের দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে তাঁর পাল্টা কটাক্ষ, প্রতিবছর জেএনইউতে বামেরাই বই পোড়ায়, অথচ তারাই আবার অন্যদের নীতি ও আদর্শের কথা শোনাচ্ছে।

পঞ্চায়েতে চুরিতে 'চুপ' প্রধান ও কর্মীরা! দু'দিনে জবাব চাইলেন বিধায়ক



নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের আটটি আলমারি ভেঙে চুরির ঘটনায় এবার সরাসরি জবাবদিহি চাইলেন পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। কী কী সামগ্রী বা গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি গিয়েছে, তার স্পষ্ট হিসাব দিতে পারলেন না পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মীরা। আর তাতেই ক্ষোভ প্রকাশ করে দু'দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিধায়ক। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দু'দিনের মধ্যে চুরির সম্পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। কোনও বেআইনি কাজের প্রমাণ মিললে কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

মঙ্গলবার জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে প্রধান ও কর্মীদের মুখোমুখি হন বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আটটি আলমারি ভেঙে ঠিক কী কী চুরি হয়েছে, কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ নথি বা সামগ্রী উধাও হয়েছে, তা জানতে চান তিনি। কিন্তু বিধায়কের প্রশ্নের মুখে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মীরা। এরপরই দু'দিনের মধ্যে চুরির বিস্তারিত হিসাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। ঘটনার সূত্রপাত পঞ্চায়েতের বহুতল আবাসন নির্মাণে অনিয়ম ও গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে। আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে একাধিক অসঙ্গতির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির নজরে আসতেই তিনি দুর্গাপুর ফরিদপুরের বিডিওর কাছে অভিযোগ জানান। এরপর চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু হয়। আর সেই তদন্ত চলাকালীনই গত ১৩ নভেম্বর জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের আটটি আলমারি ভেঙে চুরির অভিযোগ সামনে আসে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূল পরিচালিত জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের একাংশের দিকে। যদিও অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। তবে আটটি আলমারি ভেঙে ঠিক কী কী নথি, সামগ্রী বা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র উধাও হয়েছে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। এদিনের পরিদর্শনে আরও একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। তা হল পঞ্চায়েতের সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকা। পঞ্চায়েত কর্মীদের বক্তব্য অনুযায়ী, যেদিন থেকে পঞ্চায়েত ছুটি হয়েছে, সেদিন থেকেই সিসিটিভি ক্যামেরাও বন্ধ রয়েছে। কিন্তু সরকারি কার্যালয় বন্ধ থাকলেই কেন নিরাপত্তার স্বার্থে বসানো নজরদারি ক্যামেরা বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না, তা নিয়েও উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন।

ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধৃত চন্দ্রকোনার এএসআই



নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে এক পুলিশ অফিসারকে ধরল অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ। চন্দ্রকোনা থানার এএসআই মোহন সামন্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, চন্দ্রকোনা থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রাস্তার ধারে এক ব্যক্তির থেকে টাকা নেওয়ার সময় ওই পুলিশ অফিসারকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। ধৃত পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ-সহ বাকি প্রক্রিয়া সারছেন অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা। তবে এই বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা এখনও সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

অভিযোগকারী বিশ্বজিৎ ভুঁইয়া। চন্দ্রকোনার রামগড় গ্রামে বাড়ি। অভিযোগ, আদালতের একটি মামলায় সিডি জমা দেওয়ার কথা থাকলেও তা পুলিশ দেয়নি। পরিবর্তে ওই পুলিশ অফিসার টাকা চান বলে অভিযোগ। দশ জনের একটি টিম হাতেনাতে ধরে ওই পুলিশ অফিসারকে। সূত্রের খবর, ওই অফিসারকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে কর্মীদের বার্তা পর্যটনমন্ত্রীর



নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হলেও মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। বিভিন্ন ঘটনায় সেই উপলব্ধি হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে ফের দলের কর্মীদের সচেতন হওয়ার বার্তা দিলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, 'বারবার বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সময়ে যখন নানা খবর দেখি, তখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হলেও মানসিকতার পরিবর্তন হতে আরও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। তবে সেই পরিবর্তন আমরা নিশ্চিতভাবেই করতে সক্ষম হব। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আমরা এই কাজ করবই। দলের পক্ষ থেকে আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি।' দুর্গাপুরের এসবি মোড়ে স্বপ্ন উড়ান আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পুজোর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।



কুণ্ডুঘাট সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাউ ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়।



চন্দননগর আদি হালদার পাড়া সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।



চন্দননগর আদি মা, চাউল পট্টি জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোকসজ্জা।



চন্দননগর তেমাথা সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজার প্রতিমা।

সাইকেলে চড়ে প্যান্ডেল হপিং! বাঙালি বধূ বেশে ফরাসি নেলিনা

বনস্পতি দে

চন্দননগর: গায়ে ফরাসি রক্ত হলেও মনে-প্রাণে তিনি এখন পুরোদস্তুর বাঙালি বধূ। পরনে ছাপা শাড়ি, হাতে শাঁখা আর কপালে সিঁদুর, তাঁর এই অনবদ্য রূপ দেখেই মুগ্ধ পথচলতি মানুষ।



১৯৮৯ সালে উজ্জ্বল মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ের সূত্রে চন্দননগরের অন্দরে পা রেখেছিলেন নেলিনা। তারপর থেকে দীর্ঘ কালপঞ্জি পেরিয়ে শহরের অলিগলি তাঁর চিরচেনা। মানকুণ্ডু থেকে বাগবাজার, পুরনো সাইকেলটিকেই সফরসঙ্গী করে সপ্তমীর সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়েছেন ঠাকুর দেখতে। প্রতিমার সামনে জোড়হাতে প্রার্থনা করা থেকে মোবাইলে আলোর রোশনাই বন্দি করা, সব মিলিয়ে এক নিখাদ বাঙালি মানসীর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ফরাসিদের ঘোড়ায় চড়ে ঠাকুর দেখা ও বাজি পোড়ানোর ঐতিহ্যের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে চন্দননগরের এই সুবিশাল প্রতিমা ও আলোর জৌলুস।

ধসের পরিস্থিতি পরিদর্শন ও পুনর্বাসন নিয়ে জিএমের সঙ্গে বৈঠক বিধায়কের



নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডাল ব্লকের সিদুলির ছত্রাবাগ এলাকায় ভয়াবহ ধসের ঘটনার পরেও কাটেনি আতঙ্ক। শনিবারের ধসের পর এখনও পর্যন্ত এলাকায় মাটি বসে যাওয়ার ঘটনা অব্যাহত থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ধসকবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ।

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধসের বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। বিধায়ক জানান, ধসের জেরে পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ঘটনাস্থলে ক্রমাগত মাটি বসে যাচ্ছে, ফলে আশপাশের এলাকার মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভবিষ্যতে ফের এই ধরনের ঘটনা ঘটলে এবং তাতে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। মানুষের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষার প্রশ্নে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক। অন্যদিকে, ধসকবলিত পরিবারগুলির স্থায়ী পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়েও উদ্যোগী হন পার্থ ঘোষ। এদিন কেন্দা এরিয়ার জিএম ডিকে শর্মার সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের বিষয়েও আলোচনা হয়।

আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণে ধৃত ৬ তরুণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: যাত্রার আসর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ছয় তরুণকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার তাদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তুলল পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল সুদীপ মান্ডি, সুসান্ত মান্ডি, বিনন্দ সোরেন, রাজেশ মাণ্ডী, মেঘনাদ মাণ্ডী ও সাগেন মুর্মু। জানা যায় পুরুলিয়ার কাশীপুর থানা এলাকার একটি গ্রামে রবিবার রাতে ছিল যাত্রার আসর। অভিযোগ, যাত্রা দেখে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে বছর ১৭-র নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায় প্রেমিক সুদীপ। অভিযোগ, ফোন করে অন্যদের ডেকে নেয় সে। তারপরেই যাত্রার অনুষ্ঠানের অদূরে একটি মাঠে সুদীপ সহ বাকিরা তাকে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। সোমবার নাবালিকার বাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। রাতে গ্রেফতার করা হয় ছয়জনকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় এবং তাদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য বিচারকের কাছে আবেদন জানায় পুলিশ।

উখড়ায় গোষ্ঠ উৎসব, বর্ণাঢ্য নগরকীর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উখড়া: মঙ্গলবার সাড়ম্বরে পালিত হল উখড়ার ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠ উৎসব। বিভিন্ন মন্দিরের দেবদেবীদের পালকিতে চাপিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও নগরকীর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হল ১৫৮ বছরের প্রাচীন এই উৎসব। ভক্তি, আবেগ আর সম্প্রীতির মেলবন্ধনে এদিন উৎসবের রঙে মেতে উঠল গোটা গ্রাম।



স্থানীয় ইতিহাস ও পারিবারিক পরম্পরা অনুযায়ী, প্রায় ১৫৮ বছর আগে তৎকালীন উখড়া গ্রামের জমিদার শম্ভুনাথলাল সিং হান্ডে এই গোষ্ঠ যাত্রা উৎসবের সূচনা করেছিলেন। সেই থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে এই উৎসব। পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্য অনুরণলাল সিং হান্ডে ও বিশাললাল সিং হান্ডে জানান, গোষ্ঠ উৎসব মূলত বিভিন্ন মন্দিরের দেবতাদের মিলন উৎসব। দীর্ঘদিনের প্রথা মেনেই প্রতি বছর এই আয়োজন করা হয়।

পরম্পরা অনুসারে, এদিন জমিদার বাড়ির গোপীনাথ জিউ মন্দিরের পক্ষ থেকে গ্রামের মহন্তস্থল ও গোপাল জিউ মন্দিরের দেবতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর বিভিন্ন মন্দিরের বিগ্রহের মিলন ঘটে জমিদার বাড়ির দুর্গামন্দির ও চাঁদনীবাড়ি মন্দিরে। সন্ধ্যায় সেখান থেকেই শুরু হয় দেবতাদের পালকিবাহিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। কীর্তনের সুরে মুখরিত হয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায় স্কুল মোড় পর্যন্ত। পথে পথে ভক্তদের উপস্থিতি ও উৎসাহে উৎসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শোভাযাত্রা ও নগরকীর্তন শেষে প্রথা মেনে দেবতাদের বিগ্রহগুলিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিজ নিজ মন্দিরে। সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছু, কিন্তু বদলায়নি ১৫৮ বছরের এই ঐতিহ্য। উখড়ার গোষ্ঠ উৎসব আজও যেন মনে করিয়ে দেয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাইরেও একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার এক প্রাচীন সামাজিক বন্ধনের কথা।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগরে জনপ্লাবন ও কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'রাজ্য উৎসবে'র তকমা পাওয়ার পর এবছর চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বরের জগদ্ধাত্রী পুজো ঘিরে উন্মাদনা অতীতের সব নজির ভেঙে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ ১৮০টি (চন্দননগরে ১৩৩টি ও ভদ্রেশ্বরে ৪৭টি) এবং এর বাইরের আরও প্রায় শ'খানেক পুজোকে কেন্দ্র করে পঞ্চমী থেকেই গঙ্গাপাড়ের এই জনপদে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট মেনে ১৬ নভেম্বর ষষ্ঠীর পর, ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার একই দিনে সপ্তমী ও মহাষ্টমী পড়ায় উৎসবের আমেজ এখন তুঙ্গে। ১৮ নভেম্বর বুধবার প্রধান পুজো অর্থাৎ নবমীর অঞ্জলি এবং ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হবে জগৎখ্যাত বিসর্জন শোভাযাত্রা।

এবছর মণ্ডপসজ্জায় পৌরাণিক গাথা থেকে শুরু করে পরিবেশ সচেতনতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে। হীরক জয়ন্তী বর্ষে উত্তরাঞ্চল সর্বজনীনের (৬০তম বর্ষ) থিম কেরলের 'ওনাম ফেস্টিভ্যাল' ও রাজা মহাবলীর কাহিনি, যেখানে মূল আকর্ষণ কোয়েম্বাটুর থেকে আনা ১৫০০ কেজি ওজনের জীবন্তপ্রায় রোবটিক হাতি 'পাডিআপ্পা', যে শুঁড় দুলিয়ে দর্শকদের গায়ে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। মানকুণ্ডু সার্কাস মাঠে অযোধ্যার রামমন্দিরের আদলে তৈরি সুবিশাল মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ।

অন্যদিকে, মানকুণ্ডু নতুনপাড়ায় (৫২তম বর্ষ) পাখিদের বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে 'উড়ান' এবং কানাইলাল পল্লিতে (৫৩তম বর্ষ) গাছের ছাল-ডালপালা দিয়ে পরিবেশ রক্ষার বার্তায় সেজেছে 'দাও ফিরে সে অরণ্য'। পাশাপাশি আদি হালদারপাড়া সার্বজনীনে মহাভারতের ১৮টি অধ্যায় নিয়ে তৈরি 'অক্ষৌহিণী', দু'নম্বর নিরঞ্জন নগরে (৪৭তম বর্ষ) শৈশবের হারানো খেলাধুলা ও রাধা-কৃষ্ণ লীলার মেলবন্ধনে 'ঝুলন', দৈবকপাড়ায় 'আলোর আলপনা' এবং কৃষ্ণপট্টিতে (৫৪তম বর্ষ) মাটির হাঁড়ি ও আয়নার কারুকাজে 'নিরন্তর' মণ্ডপ দর্শকদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে।



চন্দননগরের পুজোর চিরন্তন আকর্ষণ বিশাল প্রতিমা ও ডাকের সাজ। এবছর ৮২তম বর্ষে তেমাথা রানিমার প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতার প্রতিমা সোনালি ও বেনারসি সাজে সেজেছে, যার গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রূপ। অন্যদিকে, ভদ্রেশ্বর গৌরাটি তেঁতুলতলার বুড়িমার ২৬৪তম বর্ষের পুজোয় কয়েক শতাব্দীর প্রথা মেনেই দেবীকে সাজানো হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ডাকের সাজে। পালপাড়া সর্বজনীনে সাবেকি প্রতিমার সামনে মহাষ্টমীতে ষোড়শ উপাচারে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হল। এছাড়া আদি মা, মেজো মা ও বড়বাজারের প্রাচীন পুজোগুলিতে নিখুঁত শোলার কাজ ও সাবেকি চালচিত্র দেখতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আলোকসজ্জা ছাড়া চন্দননগরের পুজো অসম্পূর্ণ। বড়বাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির ৬০ বছরের ঐতিহ্য মেনে তৈরি হয়েছে প্রায় ১৬০ ফুটের বিশাল আলোর তোরণ এবং শহরের রাজপথের দু'ধারে এলইডি আলোর কারুকাজে ফুটে উঠেছে ভারতমাতা, রামমন্দির ও রাধাকৃষ্ণের অবয়ব। আগামী ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হবে ঐতিহাসিক আলোর শোভাযাত্রা, যেখানে ৬৮টি পুজো কমিটি ২৪৫টি লরিতে তাদের আলোর ভেলকি দেখাবে। প্রশাসনের তরফে শোভাযাত্রা ও পুজোয় ডিজে ও আতশবাজি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং নিরঞ্জনের জন্য চন্দননগরের ৮টি ও ভদ্রেশ্বরের ৬টি ঘাট প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

দুর্গাপুজোয় কলকাতার চোরবাগানের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবছর চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ও কেন্দ্রীয় কমিটি অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে। ষষ্ঠীর রাতে মানকুণ্ডু স্টেশন রোড ও স্পোর্টিং ক্লাব এলাকায় জনস্রোত সামলাতে নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িক ভাবে মণ্ডপ দর্শন বন্ধ রাখতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পুজোর বাকি দিনগুলিতেও কোনও মণ্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে সাময়িক ভাবে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হবে। শহরে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার পাশাপাশি সমস্ত পুজোয় ভিআইপি পাস বা গেট বাতিল করা হয়েছে এবং প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে পরদিন ভোর ৬টা পর্যন্ত শহরের মূল রাস্তাগুলিতে 'নো-এন্ট্রি' জারি থাকছে।

ম্যানিলায় শতাব্দীপ্রাচীন গুরুদ্বার পুনর্নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মোদীর



ম্যানিলা, ১৭ নভেম্বর: ফিলিপিন্সের রাজধানী শহর ম্যানিলায় রয়েছে সে দেশের প্রাচীনতম গুরুদ্বার। মঙ্গলবার সেই গুরুদ্বার 'খালসা দিওয়ান'-এর পুনর্নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে তিনি বলেন, শতাধীপ্রাচীন গুরুদ্বারের পুনর্নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নিজেকে ধন্য বোধ করছি।

সোমবারই তিনদিনের সফরে ফিলিপিন্সে পৌঁছেছেন মোদী। এদিন গুরুদ্বারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে উপস্থিত ছিলেন সেনেটর ফ্রান্সিস জোসেফ এসকুদেরো এবং ম্যানিলা শহরের মেয়র ফ্রান্সিসকো ইসকো মোরেনো-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এদিন এক্স হ্যান্ডলে বিদেশ মন্ত্রক লিখেছে, 'খালসা দিওয়ান গুরুদ্বার এক শতাধীরও বেশি সময় ধরে ভারত-ফিলিপিন্স সাংস্কৃতিক ও জনগণের মধ্যের সম্পর্কের এক জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকতার পরে মোদী বলেন, প্রাচীন গুরুদ্বারটি অপরিসীম আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ একটি কেন্দ্র। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'গুরু সাহিবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিখ সম্প্রদায় বিশ্বজুড়ে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছে। পরোপকার ও উন্নততর পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।' আরও বলেন, ''ফিলিপিন্সের প্রাচীনতম গুরুদ্বার হিসেবে 'খালসা দিওয়ান গুরুদ্বার' এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। এটি ম্যানিলায় শিখ সম্প্রদায় এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও জনহিতকর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।''

গুরুদ্বারটি মূলত ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয়। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ১৯২৪ সালে এটি 'খালসা দিওয়ান' হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টে দুই ধর্ষকের জামিনে আতঙ্কিত বিলকিস

আমদাবাদ, ১৭ নভেম্বর: বিলকিস বানো মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামিকে সোমবার জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারপরই মুখ খুললেন স্বয়ং বিলকিস। বলেন, 'আমার খুব ভয় লাগছে।' একইসঙ্গে অপরাধীদের জামিনের বিরোধিতা করে ফের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ারও হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

মঙ্গলবার নিজের আইনজীবী শোভা গুপ্তার মাধ্যমে একটি বিবৃতি জারি করেছেন বিলকিস। সেখানে তিনি আবেগঘন হয়ে পড়েছেন। তাঁর দাবি, নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ না দিয়েই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে তিনি হতবাক। বিলকিস বলেন, 'আমাকে বক্তব্য না শুনেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছি।' ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে



বিলকিস জানান, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। সেই সময় তিনি তাঁর মেয়ে, পরিবার, ঘরবাড়ি এবং মানবতার উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'সেই দিনটির পর থেকে দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমি নিজের জন্য এবং সব জায়গার নারীদের ন্যায়বিচারের দাবিতে বারবার লড়াই চালিয়ে গিয়েছি।'

বিলকিস জানান, মানুষের সমর্থন তাঁকে দীর্ঘ আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছে। ধীরে ধীরে ন্যায়বিচারের উপর পুনরায় আস্থা ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। তবে বিলকিসের মতে, শীর্ষ আদালতের সাম্প্রতিক নির্দেশ তাঁর সেই নিরাপত্তা বোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে এবং পুরনো আতঙ্ক ফিরিয়ে দিয়েছে। তাঁর কথায়, 'আজ মনে হচ্ছে, যে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আমি এত কঠোর লড়াই করেছি, তা-ই যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। পুরনো আতঙ্ক ফিরে আসছে।' বিলকিসের প্রশ্ন, আদালত দুই ধর্ষককে জামিন দেওয়ার আগে কেন তাঁর বক্তব্য শুনল না? তিনি বলেন, 'আমি এই নির্দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমাকে করতেই হবে। আমি আমার সন্তানদের জন্য এটি করছি। কারণ, এটা কাম্য নয় যে, তারা সারাজীবন ভয় ও ক্ষতচিহ্নের বোঝা বয়ে বেড়াবে।'

দিল্লিতে বাড়ি ভেঙে শিশু-সহ মৃত ২

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: ফের দিল্লিতে বিপর্যয়। মঙ্গলবার সকালে পূর্ব দিল্লির কস্তুরবা নগর এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় ৩ বছরের এক শিশু-সহ ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বাকিদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। জানা গিয়েছে, রেল মন্ত্রকের অধীনস্থ ওই জমিতে তৈরি করা হয়েছিল বাড়িটি। এখানে ভাড়া থাকতেন ৮ জন। মঙ্গলবার সকালে হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির ছাদ। দুর্ঘটনার সময় বাড়িতেই ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। যার জেরে চাপা পড়েন সকলেই। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে দমকলবাহিনী ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল। স্থানীয়রাও হাত লাগান উদ্ধারকাজে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দু'টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্ধ্রে ওএনজিসি-র গ্যাস লিক, ঘরছাড়া ৫০০ পরিবার

অমরাবতী, ১৭ নভেম্বর: অন্ধ্রপ্রদেশে ফের গ্যাস বিপর্যয়। ওএনজিসি-র গ্যাস কূপে বড়সড় দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার ভোরে গ্যাস লিকের জেরে খালি করা হল এক কিলোমিটার এলাকা। প্রায় ৮০০ জনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চলতি বছরে এই নিয়ে চতুর্থবার এই এলাকায় গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটল। বারবার এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ওএনজিসির তরফে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ কোনাসিমা জেলার ২১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে গেড্ডাডা গ্রামের কাছে একটি গ্যাস কূপে রি-ড্রিলিংয়ের কাজ চলছিল। সেই সময় বিকট শব্দ করে কূপ থেকে গ্যাস বেরতে শুরু করে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা না ঘটলেও গ্যাসের চাদরে ঢেকে যায় গোটা এলাকা। দ্রুত গ্রামবাসীকে সতর্ক করে এক কিলোমিটার এলাকায় ৪০০ থেকে ৫০০ পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরাপদ জায়গায়। লিকেজ সারাইয়ের কাজ চলছে। প্রশাসনের তরফে আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছে, সন্ধ্যের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এই নিয়ে চতুর্থবার কোনাসিমা জেলায় গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটল। গত জানুয়ারি মাসে কোনাসিমা জেলার মোরি গ্রামে গ্যাস কূপে ব্লোআউট হয়ে আগুন লেগেছিল। প্রায় ৫ দিন ধরে সেই আগুন জ্বলে। বারবার একই জেলায় গ্যাস লিকের ঘটনায় ওএনজিসি-র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জেলাশাসক মহেশকুমার রবিলালা বলেন, 'গ্যাস লিক করলেও তা পাশের দিকে না ছড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ফলে বিপদের ঝুঁকি বিশেষ নেই। সন্ধ্যের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও সতর্কতা স্বরূপ এলাকাবাসীকে



বৈদ্যুতিক যন্ত্র, আলো, গ্যাসের উনুন ব্যবহার করতে বারণ করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দুপুর ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।' এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওএনজিসির শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। গ্রামবাসীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

হরিদ্বার থেকে ফেরার পথে সেতু থেকে নদীতে পড়ল বাস

লখনউ, ১৭ নভেম্বর সেতু ভেঙে নদীতে পড়ল যাত্রীবাহী বাস। তার আগে খাদ ধরে অন্তত ১০০ মিটার গড়িয়ে যায় বাসটি। ভোরের আলো ফোটার আগেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ হাইওয়েতে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বাসে অন্তত ৩০ থেকে ৩৫জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যেই। আহতদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা।

আহত যাত্রীদের অধিকাংশই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। এছাড়াও বিহার, অসম, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দারা আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার কবলে পড়া বাসটিতে উত্তরাখণ্ডের কয়েকজন বাসিন্দাও ছিলেন। তবে এখনও মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে যাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাদের পরিচয়ও মেলেনি এখনও পর্যন্ত। মর্মান্তিক ঘটনায় এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মৃতদের পরিবারের জন্য শোকবার্তা দেওয়ার পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি।

মৃত অন্তত ৮

জানা গিয়েছে, বাসটি ছেড়েছিল হরিদ্বার থেকে। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ হরিদ্বার থেকে কর্ণপ্রয়াগের দিকে রওনা দেয় বাসটি। ঠিক কোন সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঋষিকেশ-বদ্রীনাথ হাইওয়ে ধরে চলার সময়ে গুলার এলাকার কাছে একটি সেতু পেরনোর সময়ে বাস পড়ে যায় খাদে। প্রায় ১০০ মিটার গড়িয়ে খাদের নিচে নদীতে এসে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধারকাজ শুরু করেছে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। নদীতে

ময়দান

নবাবের শহর ছেড়ে এবার পিঙ্ক সিটিতে মহম্মদ শামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল্পনা চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। অবশেষে সেই জল্পনাতেই পড়ল সিলমোহর। আইপিএলের আগামী মরশুমে আর লখনউ সুপার জায়ান্টসের জার্সিতে দেখা যাবে না মহম্মদ শামিকে। নতুন ঠিকানা রাজস্থান রয়্যালস। দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে ট্রেড চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় আগামী মরশুমে গোলাপি জার্সিতে মাঠে নামবেন বাংলার তারকা পেসার। তবে এই দলবদলে শুধু শামি নন, লখনউ ছেড়ে রাজস্থানে যাচ্ছেন তামিলনাড়ুর বাঁহাতি স্পিনার এম সিদ্ধার্থও। বিনিময়ে ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার স্যাম কারানকে নিজেদের দলে নিচ্ছে লখনউ।



কমল বেতন

গত মরশুমেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদ থেকে লখনউ সুপার জায়ান্টসে যোগ দিয়েছিলেন শামি। তাঁকে দলে নিতে ১০ কোটি টাকা খরচ করেছিল লখনউয়ের ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে পারেননি ভারতীয় পেসার। ১৩টি ম্যাচে তাঁর ঝুলিতে এসেছিল মাত্র ১২টি উইকেট। ওভারপ্রতি রান দিয়েছিলেন ৯ করে। ফলে এক মরশুম কাটতে না কাটতেই শামিকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল লখনউ। এবার রাজস্থানের হয়ে খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। তবে নতুন দলে তাঁর বেতনও কমছে। ১০ কোটি টাকার পরিবর্তে আগামী মরশুমে ৮ কোটি টাকা পাবেন শামি।

শুধু শামি নন, তাঁর সঙ্গে রাজস্থানে পাড়ি জমাচ্ছেন এম সিদ্ধার্থও। বাঁহাতি এই স্পিনারকে আগের মরশুমে ৭৫ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছিল লখনউ। দলবদলের পরও তাঁর পারিশ্রমিকে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। অন্যদিকে, লখনউয়ের হয়ে খেলবেন স্যাম কারান। ইংল্যান্ডের এই অলরাউন্ডারের জন্য রাজস্থানকে কোনও অতিরিক্ত অর্থ দিতে হচ্ছে না। আগের মরশুমের মতোই ২.৪ কোটি টাকা পারিশ্রমিক পাবেন তিনি।

জাতীয় দলের নির্বাচকদের পরিকল্পনায় দীর্ঘদিন ব্রাত্য থাকার পর সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শামি। আপাতত একদিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টিতেই মনোযোগ দিতে চান তিনি। বয়স বাড়লেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তাঁর কার্যকারিতা যে কমেনি, তা একাধিকবার প্রমাণ করেছেন এই অভিজ্ঞ পেসার। গত আইপিএলেও তার ঝলক দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বোলিং ছিল নজরকাড়া। চার ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ৯ রান খরচ করে তুলে নিয়েছিলেন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। নিজের প্রথম দু' ওভারেই সাজঘরে ফিরিয়েছিলেন অভিষেক শর্মা এবং ট্রাভিস হেডের মতো বিধ্বংসী ওপেনারকে। এমন পারফরম্যান্সই বুঝিয়ে দিয়েছিল, সঠিক ছন্দে থাকলে যে কোনও ব্যাটিং লাইনআপকে বিপদে ফেলতে পারেন তিনি।

শামিকে পেয়ে রাজস্থানের বোলিং বিভাগ যে অনেকটাই শক্তিশালী হল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দলের হাতে আগে থেকেই রয়েছেন জোফ্রা আর্চারের মতো গতির তারকা। নতুন মরশুমে আর্চারের সঙ্গে শামির জুটি প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। একজনের ভয়ঙ্কর গতি এবং অন্যজনের অভিজ্ঞতা ও নিখুঁত লাইন-লেংথ রাজস্থানের পেস আক্রমণকে অন্য মাত্রা দিতে পারে। বিশেষ করে পাওয়ার প্লে-তে দুই অভিজ্ঞ পেসারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

অন্যদিকে, স্যাম কারানকে পেয়ে লখনউও নিজেদের দল সাজানোর ক্ষেত্রে বড় সুবিধা পাবে। রাজস্থান ছাড়াও অতীতে পাঞ্জাব কিংস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএল খেলেছেন ইংল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার। লখনউ হতে চলেছে তাঁর চতুর্থ ফ্র্যাঞ্চাইজি। ব্যাট এবং বল, দুই বিভাগেই অবদান রাখার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। ফলে দলের ভারসাম্য বাড়বে বলেই মনে করছে ক্রিকেটমহল।

লখনউয়ে কারানকে স্বাগত জানাতে পারবেন দলের গ্লোবাল ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট টম মুডি। তাঁর সঙ্গে কারানের পুরনো সম্পর্কও রয়েছে। শুধু অলরাউন্ডার হিসেবেই নয়, নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন ইংরেজ ক্রিকেটার। কারণ, ঋষভ পন্থ দল ছাড়ার পর আগামী মরশুমে লখনউয়ের অধিনায়ক কে হবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। সেই পরিস্থিতিতে কারান অধিনায়কত্বের দৌড়েও জায়গা করে নিতে পারেন। সব মিলিয়ে শামিকে হারিয়ে কারানকে পাওয়ার এই ট্রেড লখনউ ও রাজস্থান দুই দলের দলগঠনের ছবিতেই বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে।

প্রথম টেস্টের আগে দল গঠনের ইঙ্গিত গিলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারত। ১৯ নভেম্বর থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ। ফাইনালের দৌড়ে নিজেদের জায়গা মজবুত করতে হলে এই সিরিজে জয় অত্যন্ত জরুরি শুভমান গিলের দলের কাছে। যদিও নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাস ভারতের পক্ষে খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। তার উপর ঘরের মাঠে কিউয়িরা বরাবরই কঠিন প্রতিপক্ষ। তবে সিরিজ শুরুর আগেই প্রতিপক্ষ শিবিরে বড় ধাক্কা। চোটের কারণে গোটা টেস্ট সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার। অন্যদিকে, প্রথম টেস্টে ভারতের সম্ভাব্য দল নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন অধিনায়ক গিল।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন জশপ্রীত বুমরাহ। তাঁর প্রত্যাবর্তন ভারতীয় বোলিং বিভাগকে নিঃসন্দেহে বাড়তি শক্তি জোগাবে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে দলের বোলিং পরিকল্পনা নিয়ে মুখ খুলেছেন গিল। তাঁর কথায়, চারজন পেসার নিয়ে মাঠে নামার পরিকল্পনা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। ভারত অধিনায়ক বলেন, দলের প্রত্যেক পেসারই বর্তমানে ভালো ছন্দে রয়েছেন। ফলে প্রথম একাদশ বাছাই করার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। তবে এই প্রতিযোগিতাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন তিনি। সাম্প্রতিক একদিনের সিরিজেও ভারতীয় পেসাররা নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

গিলের এই মন্তব্যের পর থেকেই সম্ভাব্য প্রথম একাদশ নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। চার পেসারের জায়গা পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজ। তাঁদের সঙ্গে আকাশ দীপ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ খেলতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে একদিনের সিরিজে নজর কেড়েছেন গুর্নুর ব্রার এবং অংশুল কাম্বোজও। ফলে তাঁদের কাউকে সুযোগ দেওয়া হবে কি না, সেটাও দেখার বিষয়। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে পেসারদের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

ব্যাটিং বিভাগ নিয়েও নিজের পরিকল্পনার আভাস দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। গিল জানিয়েছেন, দলের হাতে সাতজন নিয়মিত ব্যাটার রয়েছেন। পাশাপাশি আট ও নয় নম্বরে অংশুল কাম্বোজ এবং আকাশ দীপকে খেলানোর বিকল্পও রয়েছে। দু'জনেই প্রয়োজনের সময় ব্যাট হাতে অবদান রাখতে পারেন। এ ছাড়া নীতীশ কুমার রেড্ডির মতো অলরাউন্ডারও রয়েছেন দলের পরিকল্পনায়। ফলে ব্যাটিংয়ের গভীরতা বজায় রেখেই বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে ভারত।

তবে শুধু ব্যাটিং ও বোলিংয়ের ভারসাম্য নয়, নিউজিল্যান্ডের পিচের চরিত্রও দল নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। গিলের মতে, বল পুরনো হওয়ার পর কী ভাবে ব্যাটিং করতে হবে, সেটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। তাঁর ধারণা, তৃতীয় দিন থেকে পিচের চরিত্র বদলে গিয়ে ব্যাটিংয়ের জন্য আরও অনুকূল হয়ে উঠতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে এমন বোলার প্রয়োজন, যিনি পিচে বল ফেলে বাড়তি বাউন্স আদায় করে নিতে পারবেন। অর্থাৎ শুধু সুইং নয়, বাউন্সের উপরও জোর দিতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

পাকিস্তানকে ফের মাটিতে নামাল ভারত, দশম সাফ জয়ের নায়ক সন্দীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দাপটের কাহিনি নতুন নয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রতিবেশীকে বারবার নিজেদের শক্তি বুঝিয়ে দিয়েছে ভারত। মঙ্গলবার ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ফুটবলের ময়দানেও তার ব্যতিক্রম হল না। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পাকিস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়ে দশমবারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। একটা সময় মনে হয়েছিল, হয়তো খেতাব ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে নৌশাদ মুসার দলের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল পাকিস্তানকে। আর ভারতের জয়ের নায়ক সন্দীপ মান্ডি। তাঁর ৮৮ মিনিটের গোলেই নিশ্চিত হল ঐতিহাসিক জয়।

শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তুলেছিল পাকিস্তান। প্রথম ২৫ মিনিটে একাধিকবার ভারতীয় রক্ষণকে পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। ১৭ মিনিটে আলি খানের আক্রমণ সামলাতে গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন অর্শ শেখ। পরের মিনিটে ম্যাককিল আবদুল্লার দুরন্ত অ্যাক্রোবেটিক শটও আটকে দেন ভারতীয় গোলরক্ষক।

Tender Notice
Batikar Gram Panchayet
Batikar, Birbhum
e-NIT No.- 01/BatGP/2026-27
Dated-08/11/2026
All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from www.tenders.wb.gov.in and Batikar Gram panchayet Office.
Sd/- Pradhan
Batikar Gram Panchayat

PASCHIM KHILKAPUR GRAM PANCHAYAT
Moynagodi, P.S.-Duttapukur, North 24 Parganas
E-TENDER NOTICE
e-Tender Notice are invited by this office from the bonafied Contractor/Agencies vide **NIT No: 184/PKGP/2026 Dt. 05/11/2026,** under 15th CFC Tied Fund. Others details can be seen from the Notice Board of undersigned in any working days or in the website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- **Executive Assistant**
Paschim Khilkapur Gram Panchayat, Barasat-1 Block

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

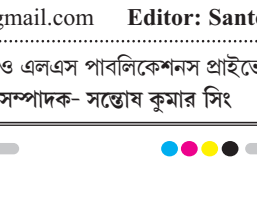
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Ipshita Karmakar,** Father's Name - **Lt. Raja Karmakar**, of Vill - Debaliya, PO - Debaliya, PS - Deganga, Dist - North 24 Parganas, WB, Who has been missing since 18.10.2026, at about 07.00 hrs, Residential area under PS Deganga, Description of this Missing person is: **Age** - 21 Years , **Height** - 5 Feet 2 Inch, **Complexion** - Sallow, **Wearing** - White Churidar, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.
ICA-D 1742(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer, PWD, Kolkata East Division invites e-Tender vide e-Tender No. WBPWD/EE/KED/NIeT-16/2026-27 on percentage rate & item rate basis for 1 (one) no. work vide Tender ID No 2026_WBPWD_5085871_1. Submission Start date (online) is 19.11.2026 from 10:00 A.M. Bid Submission closing date (online) is 04.12.2026 upto 4:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender documents may be down loaded from **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata East Division.
ICA- T19931(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub Division-IV invites NIeT on Percentage Rate & Item Rate basis vide **NIeT No. WBPWD/AE/KESD-IV/NIeT-4/2026-2027** for 3 (Three) nos work vide **Tender ID No. 2026_WBPWD_5085828_1, 2026_WBPWD_5085828_2, 2026_WBPWD_5085828_3 of 2026-2027.** Bid Submission Start date (online) is 18.11.2026 from 2:00 P.M. Bid Submission closing date (online) is 30.11.2026 upto 2:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and NIeT documents may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata East Sub Division-IV.
ICA- T19935(2)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পুনিত @ অজানা (জন্ম ০১.১১.২০২৬ নামে শিশু পুত্রটি সি.ডব্লু.সি পশ্চিম মেদিনীপুর - এর নির্দেশে ১৪.১১.২০২৬ তারিখ থেকে সরকারী হোম বিদ্যাসাগর বালিকা ভবনের সাতে আছে। দাবীদার উপযুক্ত প্রমানসহ উক্ত হোমে/ডি.এম. অফিসের ডি.সি.পি.ইউ তে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় শিশুটি দত্তক প্রথায় যাবে।
স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক (সক)
পশ্চিম মেদিনীপুর
Memo No- 814(2)/Advt./ICA/Pas. Med., Date: -17.11.2026

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৯২, তারিখ ঃ ১৬.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫১৪-আর। কাজের নাম ঃ** ''ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধীনে এসএসই/ডব্লু/বোলপুর শান্তিনিকেতনের আওতাধীনে সংলগ্ন শৌচালয়সহ মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর''- এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,১৯,৩৯৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৬,৪০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৭৩৮। কাজের নাম ঃ** এইএন/লিলুয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে লিলুয়া, বেলুড়, বেলুড়মঠ, বালি, উত্তরপাড়া, হিন্দমোটর, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া এবং হুগলি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধাবলির ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৬,৩১,৫৭৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৫২,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৭১৮। কাজের নাম ঃ** এইএন/ব্যাণ্ডেলের অধিক্ষেত্রের অধীনে ব্যাণ্ডেল, হুগলিঘাট, গরিফা, আদি সপ্তগ্রাম, মগরা, তালাণ্ডু, খন্যান, পাণ্ডুয়া, সিমলাগড়, বৈঁচিগ্রাম, বৈঁচি, দেবীপুর, বাগিলা, মেমারী, নিমো এবং রসুলপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধাবলির ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৬,৩১,৫৭৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৫২,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ



একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১৮ নভেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮



নীরব সাক্ষী কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধ বিহার



বেবি চক্রবর্তী

সপ্তম শতকে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের নামের সঙ্গে কর্ণসুবর্ণ বিশেষভাবে যুক্ত। শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন বাংলার অন্যতম শক্তিশালী শাসক। তাঁর শাসনামলে গৌড় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ বা শুয়ানজাং সপ্তম শতকে ভারত ভ্রমণ করেন এবং তাঁর বিবরণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ও বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় পরিবেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে কর্ণসুবর্ণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত এই প্রাচীন নগর একসময় বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। বিশেষত সপ্তম শতকে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের শাসনকালে কর্ণসুবর্ণের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই নগরকে কেন্দ্র করে যেমন রাজনীতি ও প্রশাসনের বিকাশ ঘটেছিল, তেমনই এর আশপাশের অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের নানা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। কর্ণসুবর্ণের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার, যা প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ শিক্ষা, ধর্মচর্চা ও সংস্কৃতির বিকাশের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধ বিহার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে শুধু একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস জানলেই চলে না; এর সঙ্গে প্রাচীন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, ধর্মীয় সহাবস্থান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হয়।

কর্ণসুবর্ণ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নিকটবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল। ভাগীরথী নদীর অববাহিকার সঙ্গে এর ভৌগোলিক সম্পর্ক প্রাচীনকালে নগরটির যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। নদীপথ ছিল তখনকার যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ফলে কর্ণসুবর্ণের মতো নগর রাজনৈতিক কেন্দ্র হওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র হিসেবেও বিকশিত হয়েছিল।

সপ্তম শতকে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের নামের সঙ্গে কর্ণসুবর্ণ বিশেষভাবে যুক্ত। শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন বাংলার অন্যতম শক্তিশালী শাসক। তাঁর শাসনামলে গৌড় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ বা শুয়ানজাং সপ্তম শতকে ভারত ভ্রমণ করেন এবং তাঁর বিবরণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ও বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় পরিবেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়।

কর্ণসুবর্ণের ঐতিহাসিক গুরুত্বের একটি প্রধান দিক হল, এখানে রাজকীয় ক্ষমতার বিকাশের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব ছিল। এই দুই ধারার উপস্থিতি প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের জটিলতা এবং বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে।

রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার কর্ণসুবর্ণের প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্র

কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার। 'রক্তমৃত্তিকা' শব্দের অর্থ লাল মাটি। প্রাচীন গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক বিবরণে এই বিহারের নাম বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণে কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ সংঘারামের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে রাজ্যের বহু বিদ্বান, খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষুর সমাবেশ ঘটত বলে জানা যায়।

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়িডাঙা প্রত্নস্থলকে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সঙ্গে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে কর্ণসুবর্ণের সমগ্র প্রাচীন নগরীর সুনির্দিষ্ট বিস্তার নিয়ে গবেষণার অবকাশ এখনও রয়েছে।

মহাবিহারটি কেবল ধর্মীয় উপাসনার স্থান ছিল না। এটি ছিল জ্ঞানচর্চা, অধ্যয়ন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পারস্পরিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষিত ভিক্ষুদের সমাগম ঘটত বলে ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়।

হিউয়েন সাঙের বিবরণে কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধধর্ম

সপ্তম শতকে ভারত ভ্রমণকারী চৈনিক বৌদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে প্রায় দশটি বৌদ্ধ সংঘারাম এবং প্রায় দুই হাজার ভিক্ষু ছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই অঞ্চলে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মতের অনুসারী ছিল। পাশাপাশি বহু দেবমন্দিরের অস্তিত্বের কথাও তিনি জানিয়েছেন।

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তবে অঞ্চলটি ধর্মীয় জীবন একমাত্র বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। এই তথ্য প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক বাস্তবতার পরিচয় বহন করে।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় রক্তমৃত্তিকা সংঘারামের প্রশস্ত কক্ষ, উঁচু বহুতল ভবন এবং বিদ্বান ভিক্ষুদের সমাবেশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে বোঝা যায়, বিহারটি সাধারণ ধর্মীয় আশ্রমের তুলনায় অধিক সংগঠিত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও আবিষ্কার

রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের গুরুত্ব অপরিসীম। বিংশ শতকের ষাটের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে রাজবাড়িডাঙায় খননকার্য পরিচালিত হয়। এই খননে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ দেয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ছিল একটি পোড়ামাটির সিলমোহর, যাতে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের নাম উৎকীর্ণ ছিল। এই আবিষ্কার হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লিখিত বিহারের সঙ্গে রাজবাড়িডাঙার সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

খননকার্যে আরও পাওয়া যায় পোড়ামাটির মূর্তি, অলংকৃত স্টুকোর কাজ, মানুষের মাথার মূর্তি, মাটির প্রদীপ, বিভিন্ন সিলমোহর এবং তামার তৈরি চক্র। স্থাপত্যের অবশেষের মধ্যে ইটের নির্মাণ, মঞ্চসদৃশ কাঠামো, সিঁড়ি, মেঝে ও স্তূপের ভিত্তির চিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব নিদর্শন থেকে প্রাচীন বাংলার নির্মাণপ্রযুক্তি, শিল্পরুচি ও ধর্মীয় আচার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই অঞ্চলে একাধিক সময়পর্বে বসতি ও নির্মাণকাজের অস্তিত্বের ইঙ্গিত মেলে। ফলে কর্ণসুবর্ণকে শুধু একটি নির্দিষ্ট রাজবংশের রাজধানী হিসেবে দেখলে তার দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পূর্ণ বোঝা যায় না।

বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মহাবিহারের ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ বিহারগুলি ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ভিক্ষুরা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, দর্শনচর্চা, তর্কবিতর্ক এবং নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন করতেন। রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারেও এ ধরনের কার্যকলাপের পরিবেশ ছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে ধারণা করা যায়।

এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিক্ষু ও পণ্ডিতদের সমাগমের ফলে জ্ঞান ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটত। এর মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শন, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রসার সম্ভব হয়েছিল।

কর্ণসুবর্ণের অবস্থানও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নদীপথ ও স্থলপথের যোগাযোগের মাধ্যমে এই অঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য জনপদের সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে রক্তমৃত্তিকার গুরুত্ব বিবেচনা করা যায়। তবে নির্দিষ্ট যোগাযোগপথ বা ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা নির্ধারণের জন্য পৃথক ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রয়োজন।

ঐতিহ্য সংরক্ষণে কর্ণসুবর্ণের গুরুত্ব

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কর্ণসুবর্ণের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। রাজশক্তির পরিবর্তন, আঞ্চলিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস, নদীর গতিপথের পরিবর্তন এবং বসতির স্থানান্তর এই অঞ্চলের ইতিহাসে ভূমিকা রেখে থাকতে পারে। তবে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের পতনের নির্দিষ্ট কারণ বা সুনির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো প্রমাণ সীমিত।

বর্তমানে রাজবাড়িডাঙা, রাক্ষসীডাঙা এবং আশপাশের প্রত্নস্থলগুলি প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ঐতিহাসিক স্থানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এই ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অপরিহার্য।

কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এক মূল্যবান নিদর্শন। হিউয়েন সাঙের বিবরণ এবং রাজবাড়িডাঙায় আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু একত্রে এই বিহারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে। এটি ছিল ধর্মচর্চা, বিদ্যাচর্চা ও সাংস্কৃতিক আদান- প্রদানের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

কর্ণসুবর্ণের ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রাচীন বাংলা কেবল রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতনের ইতিহাস নয়; এটি ছিল বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা ও শিল্পকলার বিকাশেরও ইতিহাস। রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ তাই শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারেরও প্রতীক।



তালবেড়িয়ার জলছবি

নন্দিতা মিত্র

জীবন যত গতিময় হয়ে উঠছে, নির্জনতার প্রতি আকর্ষণও ততই গভীর হচ্ছে। প্রতিদিনের ব্যস্ততা, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা, কাজের অন্তহীন হিসেবনিকেশ আর নাগরিক জীবনের কোলাহল কখন যে মনের ভেতর এক অদৃশ্য ক্লান্তির আস্তরণ বিছিয়ে দেয়, তা আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না। তখন ইচ্ছে হয়, সব ব্যস্ততার বেড়াজাল ছিন্ন করে কোথাও হারিয়ে যাই। এমন কোথাও, যেখানে ঘড়ির কাঁটা সময়ের তাড়া দেয় না, মোবাইলের অবিরাম শব্দ মনকে অস্থির করে তোলে না। সেখানে থাকে শুধু নিজের সঙ্গে নিজের কিছু নিভৃত কথোপকথন।

অবকাশ যাপনের সংজ্ঞা সকলের কাছে এক নয়। কারও কাছে ছুটি মানে বিলাসবহুল রিসর্টের সুইমিং পুলে গা ভাসিয়ে অলস দুপুর কাটানো, কারও কাছে পাহাড়ি শহরের জমজমাট পর্যটনকেন্দ্র কিংবা সমুদ্রসৈকতের উচ্ছল জনারণ্য। আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁদের মন খোঁজে প্রকৃতির অনাবিল সান্নিধ্য, যেখানে কৃত্রিম বিনোদনের আয়োজন নেই, অথচ প্রকৃতির নিজস্ব নিবিড় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে নিজের হারিয়ে যাওয়া যায়। আমি বরাবরই সেই শেষের দলের মানুষ। আমার কাছে ভ্রমণ মানে নতুন কোনও জায়গা দেখার পাশাপাশি চেনা পৃথিবীটাকে নতুন করে অনুভব করা। এমনই এক নির্জনতার ঠিকানা বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা তালবেড়িয়া ড্যাম। পর্যটনের প্রচারসর্বস্ব চাকচিক্য থেকে অনেকটাই দূরে, শাল-মহুয়ার অরণ্য আর সবুজ টিলার স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে আবদ্ধ এক সুন্দর জলাধার।

বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এক মায়াবী নাম। রুক্ষ লালমাটির দেশ এখানে এসে যেন সবুজের কোমল উত্তরীয় জড়িয়ে নেয়। পথের দু'পাশে শাল, পিয়াল, মহুয়ার বন, কোথাও অরণ্যের গাঢ় ছায়া, কোথাও রোদের সোনালি ছিটে। এই জঙ্গলপথের সৌন্দর্যের মধ্যে আছে এক অনাড়ম্বর মাধুর্য। ঝিলিমিলির হাইস্কুল রোড ধরে এগিয়ে, এখানকার বিখ্যাত রিসর্ট রিমিল লজকে বাঁ-দিকে রেখে আরও কিছুটা পথ পেরিয়ে রাউতাড়া গ্রামের শেষপ্রান্তে পৌঁছোতেই চোখের সামনে উন্মোচিত হল তালবেড়িয়া ড্যামের বিস্ময়। বৃষ্টির জল ধরে রাখার উদ্দেশ্যে হ্রদটি তৈরি করা হয়েছিল।পরবর্তী সময়ে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করায় এটি জঙ্গলমহলের অন্যতম জনপ্রিয় অফবিট পর্যটনকেন্দ্র ও পিকনিক স্পট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।প্রথম দর্শনেই ভালো লাগল। চারদিকে অনুচ্চ সবুজ টিলার সারি। তাদের পায়ের কাছে বিস্তীর্ণ জলরাশি। দূরে শাল-মহুয়ার অরণ্য এসে মিশেছে দিগন্তরেখায়। মাথার ওপর উদার নীল আকাশ, আর নীচে সেই আকাশেরই প্রতিবিম্ব ধরে রাখা শান্ত জলাধার। মনে হয়, প্রকৃতি যেন তার সমস্ত রং মিশিয়ে এক বিশাল জলছবি এঁকেছে। কোনও বাহুল্য নেই, কোনও আড়ম্বর নেই, আছে শুধু প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সহাবস্থানের এক অনাড়ম্বর জীবনবোধ। যেখানে জীবনের ছন্দ মিশে আছে পাহাড়, অরণ্য আর আকাশের সঙ্গে, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব মুছে গিয়ে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে মন



ভরে ওঠে এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতিতে। ড্যামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে মসৃণ পিচঢালা রাস্তা। মাঝামাঝি রয়েছে জল নিয়ন্ত্রণের লকগেট। সেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দু'দিকে তাকালে মনে হয় যেন নীল আর সবুজের এমন এক রাজ্যে এসে পড়েছি, যেখানে একদিকে আছে বিস্তৃত জলরাশি, অন্যদিকে অরণ্যের নিবিড় উপস্থিতি। কোথাও সবুজ টিলার ছায়া জলের গায়ে এসে পড়েছে, আবার কোথাও জলের আয়নায় সাদা মেঘকে ভেসে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

এই জলাধারের সৌন্দর্য তার বিশালত্বে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে। হালকা বাতাসে জলের বুকে জেগে ওঠে অজস্র ছোট ছোট তরঙ্গ। সূর্যের আলোয় তারা কখনও রুপোলি, কখনও সোনালি। আবার বাতাস থেমে গেলে সমস্ত জলরাশি যেন ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো নিশ্চল হয়ে থাকে। সেই নিস্তরঙ্গ জলের বুকে হঠাৎ করে মাছের লাফে তৈরি হয় কয়েকটি বৃত্তাকার ঢেউ। একটু দূরে শুকনো পাতা বাতাসে ভেসে এসে নিঃশব্দে জলে নামে। মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে আকাশের প্রতিবিম্ব, তারপর আবার সব শান্ত। কী আশ্চর্য এই প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দ! এখানে কোনও বৃহৎ আয়োজন নেই, অথচ প্রতিটি মুহূর্তেই এক অদৃশ্য শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম চলছে। ঘাটের কাছে বাঁধা রঙিন নৌকাগুলোও এই নিসর্গের ছবিতে অন্য মাত্রা যোগ করে। ড্যামের জলে ভেসে পড়ার গোপন আকাঙ্ক্ষা জাগে,জল আর আকাশের মাঝখানে ভেসে থাকে এক টুকরো নির্ভার জীবন।

তবে আমার কাছে তালবেড়িয়ার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নৌকাবিহার নয়, তার নির্জনতা। ড্যামের এক ধারে চুপচাপ বসে অলস সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। কোথাও পাখির ক্ষীণ ডাক, পাতার মর্মর, কোথাও বা বাতাসের সঙ্গে জলের মৃদু আলাপন। রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় আপন খেয়ালে। গাছের পাতার ফাঁক গলে নেমে আসা রোদ মাটির ওপর তৈরি করে আলো-ছায়ার বিচিত্র নকশা। এইসব সামান্য দৃশ্যই কখন যেন অসামান্য হয়ে ওঠে। প্রকৃতির কাছে এলে বারবার মনে হয়, সৌন্দর্য সব সময় বিশাল কোনও বিস্ময়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে না। কখনও তা ধরা দেয় একটি ঝরে পড়া পাতায়, জলের ওপর ভেসে যাওয়া মেঘের ছায়ায়, কখনও বা অরণ্যের গভীর থেকে ভেসে আসা অচেনা পাখির ডাকে। শুধু দেখার চোখ আর অনুভব করার মনটুকু চাই। তালবেড়িয়ায় বসে সেই অনুভবই যেন আরও গভীর হয়। তালবেড়িয়ার আর একটি বড় আকর্ষণ তার অবস্থান। ঝিলিমিলির অরণ্যঘেরা পরিবেশ, কাছাকাছি আদিবাসী জনপদের সহজ জীবনযাত্রা, লালমাটির পথ আর শালবনের নিভৃত ছায়া;সব মিলিয়ে এই অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক আবহ। শহরে জীবন এখানে অনুপস্থিত। এই জনপদের আকর্ষণ তার অনাড়ম্বরতায়। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে তালবেড়িয়ার রূপও বদলে যায়। বর্ষায় চারপাশের অরণ্য হয়ে ওঠে আরও ঘন, টিলার গায়ে ছড়িয়ে পড়ে সতেজ সবুজের উচ্ছ্বাস। মেঘলা আকাশের ছায়ায় জলাধার তখন এক গম্ভীর, রহস্যময় রূপ ধারণ করে। শরৎ ও হেমন্তে আকাশের স্বচ্ছ নীল আর নরম রোদে তার সৌন্দর্য হয়ে ওঠে শান্ত, প্রসন্ন। শীতের সকালে কুয়াশার আবরণে জল আর অরণ্যের সীমানা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর বসন্তে শাল-শিমুল-মহুয়ার বনভূমি নতুন প্রাণের স্পর্শে সেজে উঠলে এই নির্জন জলাধারও যেন অন্য এক সুরে কথা বলে। প্রকৃতির এই ঋতুবদলের খেলায় তালবেড়িয়া প্রতিবারই নতুন, অথচ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যটুকু চিরকালীন। যাঁরা সপ্তাহান্তের দু-একটি দিন শহরের কোলাহল থেকে দূরে কাটাতে চান, তাঁদের কাছে তালবেড়িয়া এক সুন্দর আশ্রয় হতে পারে। মুকুটমণিপুরের বিস্তীর্ণ জলরাশি ও পরিচিত পর্যটন-আকর্ষণের পাশাপাশি তালবেড়িয়ার এই নিরাভরণ সৌন্দর্য একেবারেই অন্য স্বাদের। এখানে পর্যটনের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোর আনন্দই বড় হয়ে ওঠে। তবে এমন জায়গায় বেড়াতে এসে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশটুকু অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্বও আমাদের। অকারণ শব্দ, প্লাস্টিকের আবর্জনা কিংবা উচ্ছৃঙ্খলতায় এই নিভৃত সৌন্দর্যকে ক্ষত-বিক্ষত না করাই ভালো।

কীভাবে যাবেন — বাঁকুড়া শহর থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার আর মুকুটমণিপুর থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কোথায় থাকবেন — থাকার জন্য ঝিলিমিলির রিমিল লজ কিংবা কিছুটা দূরের মুকুটমণিপুরকে বেছে নেওয়া যায়।